উন্নয়ন অগ্রযাত্রায়

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

২০০৯-২০২৩

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

উন্নয়ন অগ্রযাত্রায়

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

২০০৯-২০২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের পরিচিতি	০৩
২.	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি	০৪
৩.	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	০৫
৪.	নতুন শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বিস্তরণ	০৬
৫.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পদ্ধতি	০৭
৬.	কোভিডকালীন শিক্ষা কার্যক্রম	০৯
৭.	শিক্ষার্থীদের করোনা ভাইরাস টিকা প্রদান	১০
৮.	বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণ : বই উৎসব	১১
৯.	উপবৃত্তি, মেধাবৃত্তি, টিউশন ফি ও এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান	১৩
১০.	শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার হ্রাস	২০
১১.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তিকরণ	২১
১২.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণ	২২
১৩.	জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০	২২
১৪.	প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	২৩
১৫.	শিক্ষার্থী Unique ID (UID) প্রদান	২৫
১৬.	শিক্ষার্থীদের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা	২৫
১৭.	মিড-ডে-মিল কর্মসূচি	২৬
১৮.	“বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধকে জানি”	২৭
১৯.	শিক্ষাক্ষেত্রে আইসিটি’র ব্যবহার	২৭
২০.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন	৩০
২১.	প্রশ্নফাঁসমুক্ত ও নকলমুক্ত পরীক্ষা	৩৭
২২.	শিক্ষক নিয়োগ	৩৮
২৩.	শিক্ষক বদলীতে স্বচ্ছতা	৩৯
২৪.	উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য	৪০
২৫.	শিক্ষাখাতে উচ্চতর গবেষণা সহায়তা কর্মসূচি	৪৩
২৬.	বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার	৪৪
২৭.	অনগ্রসর ও সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ	৪৪
২৮.	শিক্ষাক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি	৪৫
২৯.	অটিজম ও এনডিডি বিষয়ক কার্যক্রম	৪৭
৩০.	দিবস উদ্‌যাপন, সেমিনার আয়োজন ও পদক প্রদান	৪৮
৩১.	আইন, বিধি, প্রবিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন	৪৮
৩২.	উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০০৯ হতে ২০২৩ পর্যন্ত অর্জিত সাফল্য	৪৯
৩৩.	অন্যান্য কার্যাবলী	৫৫

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের পরিচিতি

“সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা” এ ভিশন বা রুপকল্প অর্জনের লক্ষ্যে দেশের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার নীতি ও উন্নয়নে কর্মকৌশল গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রধান সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে মার্চ মাসে সর্বপ্রথম শিক্ষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসে নাম পরিবর্তন করে শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালের মার্চ মাসে এর পুন:নামকরণ করা হয় শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়। ইতোমধ্যে এর বিস্তৃতি আরও বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৯৩ সালের আগস্ট মাসে এটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা মন্ত্রণালয় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তীতে ২০১৬ সালের নভেম্বর মাসে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ২টি বিভাগে বিভক্ত করা হয়। একটি “মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ” এবং অপরটি “কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ”।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ মাধ্যমিক স্তর হতে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত নীতি নির্ধারণী ও অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। এ ছাড়া শিক্ষা বিষয়ক প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আইন, বিধি-বিধান প্রণয়ন করে থাকে। এ বিভাগের মূল দায়িত্ব হচ্ছে আওতাধীন ২৩টি দপ্তর-সংস্থা এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম তদারকি করে শিক্ষাকে মানসম্মত এবং সকলের জন্য সহজলভ্য করা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের আমলে (২০০৯-২০২৩) শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ও যুগান্তকারী উন্নয়ন হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়ন আজ সারাদেশের মানুষের কাছে স্বীকৃত ও বিশ্ব সমাজের কাছে প্রশংসিত। পিছিয়ে পড়া দেশগুলো বাংলাদেশকে অনুকরণীয় বলে বিবেচনা করছে । আমাদের নতুন প্রজন্মকে মানসম্মত শিক্ষায় শিক্ষিত করে এবং বর্তমান প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্বের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তাদেরকে জ্ঞান, প্রযুক্তি ও দক্ষতায় গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। স্মার্ট শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় এ বিভাগের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মাত্র ১৫ বছরে দেশ আজ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা’ বিনির্মাণে অভাবনীয় উন্নয়ন সাধন করতে সক্ষম হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি:

রূপকল্প:

সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা।

অভিলক্ষ্য:

সাধারণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের সমন্বয়ে সুশিক্ষিত, দক্ষ ও উন্নত নৈতিকতাসম্পন্ন মানব সম্পদ সৃষ্টি।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

- সকল ছেলে-মেয়ের জন্য মানসম্মত মাধ্যমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা;
- সাশ্রয়ী ও মানসম্মত উচ্চশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা;
- শিক্ষাক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য দূর করা এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ও ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠিসহ ঝুঁকিতে রয়েছে এমন জনগোষ্ঠির জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা স্তরে সমান সুযোগ নিশ্চিত করা;
- গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষার মানোন্নয়ন;
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা।

কার্যাবলি:

- মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- শিক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়ন এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম;
- মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রম প্রণয়ন এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিনামূল্যে বিতরণ;
- মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা খাতের জন্য সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যুগোপযোগী উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
- মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা;
- মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষক নিয়োগ এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তকরণ;

- মেধাবৃত্তিসহ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান;
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ব্রডব্যান্ড সংযোগ, শ্রেণিকক্ষে পাঠদানে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় আইসিটির বাস্তব প্রয়োগ;
- শিক্ষা ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ		সংখ্যা	মোট
নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	সরকারি	০০	২৩৬৯
	বেসরকারি	২৩৬৯	
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	সরকারি	৬২৭	১৮৯০৭
	বেসরকারি	১৮২৮০	
স্কুল এন্ড কলেজ	সরকারি	৬৪	১৪৪৬
	বেসরকারি	১৩৮২	
কলেজ	সরকারি	৬৩৭	৩৩০১
	বেসরকারি	২৬৬৪	
বিশ্ববিদ্যালয়	সরকারি	৫৬	১৬৯
	বেসরকারি	১১৩	

বিষয়ভিত্তিক অগ্রগতি

নতুন শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বিস্তরণ:

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের কারণে জীবন-জীবিকার দ্রুত পরিবর্তন, কোভিডের ন্যায় অতিমারি, স্থানীয়-বৈশ্বিক অভিবাসন, মানুষের জীবনধারা ও মনোসামাজিক জগতে দ্রুত পরিবর্তন, এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশে পদার্পণের লক্ষ্যে সরকার ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে নতুন কারিকুলাম প্রণয়ন ও বিস্তরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

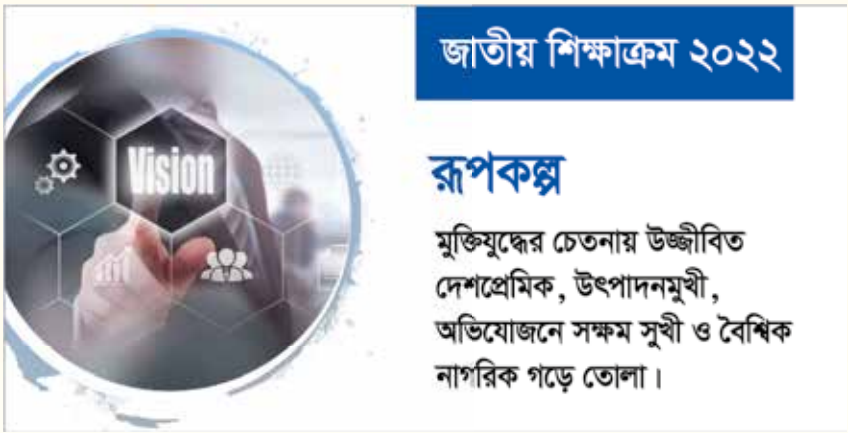

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ বাস্তবায়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা

মহাপরিকল্পনা প্রণায়ন

- শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে সময়াবদ্ধ (Time bound) মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার সমন্বিত বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ;
- শিক্ষকের ক্ষমতায়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে যথাযথ ব্যবস্থাগ্রহণ;
- শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন সেকটরের মাঝে কার্যকর সমন্বয়ের জন্য Education Ecosystem প্রতিষ্ঠা করা;
- শিক্ষক শিক্ষার্থীর অনুপাত এবং শ্রেণিকক্ষে কাম্য শিক্ষার্থীর সংখ্যা (ক্লাস সাইজ) বিষয়ক রূপরেখা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, ক্ষমতায়ন;
- মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত অর্থায়ন নিশ্চিতকরণ।

শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসনের প্রশিক্ষণে নেতৃত্ব প্রদান

- শিক্ষাক্রম বিস্তরণ বিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণ;
- নিরবিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন;
- শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ।

নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের জন্য যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

- 'জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা-২০২১' অনুযায়ী প্রণীত জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ সালে সারাদেশে ৬২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পাইলটিং করা হয়েছে এবং ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে সারাদেশে ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণিতে চালু করা হয়েছে;
- ২০২৪ শিক্ষাবর্ষে অষ্টম ও নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য শিখন-শেখানো সামগ্রী (পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা) প্রণয়নের কাজ চলছে;
- ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিখন-শেখানো উপকরণ শিক্ষার্থীদের প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে;
- পর্যায়ক্রমে ২০২৭ সালের মধ্যে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিখন-শেখানো উপকরণ শিক্ষার্থীদের প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে;
- জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা-২০২১ এর ভিত্তিতে প্রণীত জাতীয় শিক্ষাক্রম বিস্তরণের লক্ষ্যে ১৮৫১২ জন মাস্টার ট্রেইনার তৈরি করে দেশব্যাপী মাধ্যমিক স্তরের ৩ লক্ষ ২৯ হাজার ৪২৯ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে; এবং
- মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ের ৫৯৭ জন কর্মকর্তাকে নতুন শিক্ষাক্রম বিস্তরণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পদ্ধতি

বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ভর্তির ক্ষেত্রে সমতা বিধান এবং শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ লাঘবে লটারির মাধ্যমে অনলাইন এবং গুচ্ছ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়ে থাকে।

ক. অনলাইন লটারি : ২০২১ শিক্ষাবর্ষ থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১ম শ্রেণি থেকে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তি

কার্যক্রম অনলাইন লটারির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। ২০২২ শিক্ষাবর্ষ হতে প্রথম বারের মতো জেলা পর্যায়ের বেসরকারি (মহানগর ও জেলা পর্যায়ের জেলার সদর উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে ভর্তি প্রক্রিয়া ডিজিটাল লটারির আওতায় আনা হয়েছে। বর্তমানে অনলাইন লটারির মাধ্যমে ভর্তি কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

খ. অনলাইন ভর্তি কার্যক্রম: ২০১৫ সাল থেকে একাদশ শ্রেণির ভর্তি কার্যক্রম এসএসসি/ সমমান পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে অনলাইনে চলমান রয়েছে।

অনলাইনে ভর্তি কার্যক্রম উদ্বোধন

গ. পাবলিক বিশ্ববিদ্যালসমূহে গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ

- শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের আর্থিক খরচ সাশ্রয়সহ ভোগান্তি লাঘবের লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের উদ্যোগে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালসমূহে গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে;
- ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষ থেকে ০৭ (সাত) টি কৃষি ও কৃষি প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়েছে;
- ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে ২০টি সাধারণ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ০৭টি কৃষি ও কৃষি প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় এবং ০৩টি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে;
- ২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষে ৩২টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩টি ধাপে গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে; এবং
- ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষ হতে সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে অন্তর্ভুক্ত করে একক ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কোভিডকালীন শিক্ষা কার্যক্রম

ক. আমার ঘরে আমার স্কুল :

কোভিড-১৯ অতিমারীর কারণে ১৮ মার্চ/২০২০ তারিখে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। এ পরিস্থিতিতে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত এবং মানসিকভাবে সতেজ রাখার লক্ষ্যে বিগত ২৯ মার্চ ২০২০ তারিখ থেকে 'আমার ঘরে আমার স্কুল' শিরোনামে সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশনের মাধ্যমে দৈনিক ৪ ঘন্টা ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের পাঠদান কার্যক্রম চালু করে। সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশনে সম্প্রচারিত ক্লাসসমূহ পরবর্তীতে ইউটিউব এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আপলোড করা হয়। আপলোডকৃত ভিডিও এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পুনরায় ক্লাসটি দেখতে পেরেছে। এছাড়াও, কোভিডকালীন ২০৪৯৯টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৫,৬৭৬টি বিদ্যালয় এবং ৪২৩৮টি কলেজের মধ্যে ৭০০টি কলেজ অনলাইন ক্লাস গ্রহণ করেছে।

সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত 'আমার ঘরে আমার স্কুল'

খ. এ্যাসাইনমেন্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন:

মার্চ ২০২০ এর পর কোভিডকালীন শ্রেণিভিত্তিক পাঠদান বন্ধ থাকলেও টেলিভিশন ও অনলাইনে শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়। এ অবস্থায় শিক্ষার্থীরা যেন আরও কিছু শিখনফল অর্জন করে পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে পারে সে বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে পাঠ্যসূচি পুনর্বিন্যাস এবং এ্যাসাইনমেন্টের মাধ্যমে শিখন-শেখানো কার্যক্রম ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়।

গ. বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কোভিডকালীন শিক্ষা কার্যক্রম:

- বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে করোনাকালীন সময়ে বিডিরেন কর্তৃক প্রদত্ত "জুম-অ্যাপলিকেশনের"মাধ্যমে বিনা খরচে অনলাইন ক্লাস পরিচালনা কার্যক্রমের সুবিধা প্রদানের বিষয়টি দেশে-বিদেশে সমভাবে প্রশংসিত হয়েছে। মার্চ, ২০২০ হতে জুন, ২০২১ সময়ে আনুমানিক ১৮,০০০ শিক্ষক বিডিরেন প্রদত্ত জুম লাইসেন্স ব্যবহার করে মোট ১৮ লাখ ক্লাস পরিচালনা করেছে যাতে মোট ৮০ লাখ শিক্ষার্থী ১৮ লাখ ঘন্টা সময়ব্যাপী শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছে; এবং
- কোভিড-১৯ চলাকালীন সময়ে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম নিরবচ্ছিন্নভাবে চালু রাখার জন্য আর্থিকভাবে অসচ্ছল ৪১,১৫০জন শিক্ষার্থীকে Smart Phone ক্রয়ের জন্য প্রত্যেককে ৮০০০/- (আট হাজার) টাকা হারে প্রায় ৩৫ কোটি টাকা সফট লোন প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার ক্ষতি বিবেচনা করে তা পুষিয়ে নেয়ার জন্য বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক 'রিকভারি প্ল্যান' প্রস্তুত করে সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের করোনা ভাইরাস টিকা প্রদান:

- মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী ডা: দীপু মনি এম.পি. মহোদয়ের উপস্থিতিতে বিগত ১ নভেম্বর, ২০২১ রাজধানীর মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলের নবম শ্রেণির দুই শিক্ষার্থীকে করোনাভাইরাসের টিকা প্রদানের মাধ্যমে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয় বাংলাদেশে। শিক্ষার্থীদেরকে ইতোমধ্যে ১২ থেকে ১৮ বছর বয়সি প্রায় ২ কোটি ৫১ লক্ষ ৩৮ হাজার ৪৯০ জন শিক্ষার্থীকে টিকা প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১ম ডোজ ১ কোটি ৩৬ লক্ষ ৮৭ হাজার ৯৫২ জন (অর্জন : ৯৮%) এবং ২য় ডোজ ১ কোটি ১৫ লক্ষ ৫০ হাজার ৫৩৮ জন (অর্জন : ৮৩%) শিক্ষার্থীকে টিকা প্রদান করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ঢাকার ১২টি কেন্দ্রে এই স্কুলের শিক্ষার্থীদের টিকা কার্যক্রম শুরু হলেও পরবর্তীতে প্রতিটি জেলায় এবং উপজেলায় টিকা প্রদান করা হয়েছে। এই টিকা প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিরাপদে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফিরে এসেছে;

- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকতা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দ্রুততম সময়ের মধ্যে কোভিড-১৯ এর দুই ডোজ টিকা প্রদান করা হয়। টিকা গ্রহণের হার প্রায় ১০০%।

রাজধানীর মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলে টিকা প্রদান কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী ডা: দীপু মনি এম.পি.

বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণ : বই উৎসব

সবার জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ, শিক্ষাকে মানসম্মত, সর্বব্যাপী ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে ২০১০ সাল থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষার্থীদের কাছে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। প্রতি বছর ০১ জানুয়ারি

“বই উৎসব” উদযাপনের মাধ্যমে একযোগে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীদের মাঝে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। ২০১০ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত সরকার মাধ্যমিক পর্যায়ে (৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণি) সকল শিক্ষার্থীর নিকট বিনামূল্যে সর্বমোট ১১৭ কোটি ৬৬ লক্ষ ১৩ হাজার ৪৩৫ কপি পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে। বর্ণিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও মুদ্রণে সরকারের মোট ৭৩১৪ কোটি ২৪ হাজার ৭৩৩ টাকা ব্যয় হয়েছে। ২০০৯ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণকৃত পাঠ্যপুস্তকের ছক নিম্নরূপ:

শিক্ষাবর্ষ	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	সরবরাহকৃত পাঠ্যপুস্তক সংখ্যা	ব্যয়ের পরিমাণ
২০১০	৬,২১৩,২৪৪	৮০,৯৩৪,৯৪২	২৭১,৬৪,৯১,৯৮৬
২০১১	৭,৮০০,৬২৯	৯০,৩২১,৪৩৯	৩৫৩,৭৬,৫৭,০১৪
২০১২	৮,৪২৩,৪২০	৮৩,১৭১,২৫৭	৩২৮,০৯,৭৭,৮৪৩
২০১৩	৮,৫৫৫,৯২৮	১১৪,৮২১,৩৩১	৩৪৬,৮৪,১৯,৩৯৩
২০১৪	৯,২৫৮,৬৮৬	১৩৫,৯১৩,৫৯০	৪০৫,৩৫,২৭,৮৯৫
২০১৫	১০,৪৬০,৮৯৩	১৪৮,২০৩,৩৯৩	৪২৩,২৮,২৭,৪৬১
২০১৬	১১,২৩৬,০১৮	১৬৩,০০৪,৩৭৩	৪১৯,৯৪,১১,০২৬
২০১৭	১২,০৫৮,২৬৮	১৭৬,৮৩০,৩৬৮	৬৭০,৯৭,৭৭,৮৫৯
২০১৮	১২,৬৫৮,৪০০	১৮৩,৪১২,৭৪২	৭৬৯,৬৬,৪০,৬৩৯
২০১৯	১২,৪৮৪,৪০৮	১৮,১৩,০০,৯৪৮	৭৪২,২১,৬৪,৮১৭
২০২০	১,২৫,০৭,১০৬	১৮,১৪,৭৫,৫৩১	৭৩০,১৭,০৪,৩৬৫
২০২১	১৮,৫৭৪,২৬৬	১৭,৩৮,৬১,৭০০	৪৫৯,৬৬,২৪,৫১৬
২০২২	১২,২৬০,৯০৫	১৭,৯৪,৪৬,৪৭৭	৭৪২,০২,৫১,১৪৬
২০২৩	১২,২৬০,৯০৫	১৬,৩৭,৬০,০৩৮	৯৪৫,৬৪,২৮,৭৭৩
সর্বমোট	**১২৩,৬৭১,৭০৪**	**১১৭,৬৬,১৩,৪৩৫**	**৭৩১৪,০০,২৪,৭৩৩**

এছাড়া ২০০৯ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত মেয়াদে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক নিম্নোক্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে:

- জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ অনুযায়ী প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ৩৪০টি পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়েছে;
- শিক্ষার্থীদের মহান ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত করতে পাঠ্যপুস্তকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী, ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংযোজন করা হয়েছে;
- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে;

- জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ওয়েবসাইটে ই-বুক আপলোড করা হয়েছে। এর ফলে বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে ডাউনলোড করে পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করা যায়; এবং
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে ব্রেইল পদ্ধতির পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ব্রেইল পাঠ্যপুস্তকের ডিজিটাল ভার্সন এনসিটিবি'র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ২০২২ ও ২০২৩ সালে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের স্থির চিত্র

উপবৃত্তি, মেধাবৃত্তি, টিউশন ফি ও এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান

দেশের সকল স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত দরিদ্র পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদের অর্থের অভাবে শিক্ষা কার্যক্রম যাতে বিঘ্নিত না হয় তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার উপবৃত্তি, বৃত্তি প্রদান করছে। এ লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০ এপ্রিল, ২০১০ তারিখের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ প্রণীত হয়। উক্ত আইন অনুযায়ী মে, ২০১২ সালে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট গঠন করা হয়;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে সিডমানি হিসেবে প্রাপ্ত এক হাজার কোটি টাকা দিয়ে প্রাথমিকভাবে ট্রাস্টের একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করা হয়; এবং
- পরবর্তীতে বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ট্রাস্ট তহবিলে অনুদান প্রদান করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি, টিউশন ফি, ভর্তি সহায়তা ও চিকিৎসা অনুদান বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন

ট্রাস্টের স্থায়ী তহবিলের লভ্যাংশ থেকে নিম্নোক্তভাবে শিক্ষার্থীদের সহায়তা প্রদান করা হয়:

ক) স্নাতক ও সমমান পর্যায়ে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণ :

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট কর্তৃক ২০১২-১৩ অর্থবছর হতে স্নাতক ও সমমান পর্যায়ে অধ্যয়নরত অসচ্ছল শিক্ষার্থীর মাঝে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি'র অর্থ উপকারভোগী/ শিক্ষার্থী কর্তৃক কোনো প্রকার ক্যাশআউট চার্জ প্রদান ছাড়াই সরাসরি উপকারভোগী/ শিক্ষার্থীর একাউন্টে মোবাইল ব্যাংকিং ও অনলাইন ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হচ্ছে।

স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের বছর ভিত্তিক উপবৃত্তি বিতরণের তথ্য :

অর্থবছর	উপবৃত্তি বিতরণের বছর	ছাত্রী সংখ্যা (জন)	ছাত্র সংখ্যা (জন)	মোট শিক্ষার্থী (জন)	বিতরণকৃত টাকার পরিমাণ
২০১২-১৩	২০১৩	১,২৯,৮১০	-	১,২৯,৮১০	৭২,৯৫,৩২,২০০
২০১৪-১৫	২০১৫	১,৪৮,৪০২	১৪,৬৭৭	১,৬৩,০৭৯	৯১,৬৫,০৩,৯৮০

অর্থবছর	উপবৃত্তি বিতরণের বছর	ছাত্রী সংখ্যা (জন)	ছাত্র সংখ্যা (জন)	মোট শিক্ষার্থী (জন)	বিতরণকৃত টাকার পরিমাণ
২০১৫-১৬	২০১৬	১,৬৯,৮৪৬	৩৯,০৪০	২,০৮,৮৮৬	১১৩,৬১,৩৩,৫৬০
২০১৬-১৭	২০১৭	১,৮৬,৭১৪	৬১,১১৯	২,৪৭,৮৩৩	১৩৪,২৪,৭৫,৪৬০
২০১৭-১৮	২০১৮	১,৯০,২৪৩	৬৯,৮২৭	২,৬০,০৭০	১৩৭,৬০,৮৪,০৪০
২০১৯-২০	২০২০	১,৪৬,৮৫৮	৬৩,১৯১	২,১০,০৪৯	১১০,৯৮,৯২,৩৪০
২০২০-২১	২০২১	১,২৪,৩০৫	৫৭,৭৯৮	১,৮২,১০৩	৯৭,০৯,৮৫,৫৮০
২০২১-২২	২০২২	৮১,৫৪৬	৫৮,০০৭	১,৩৯,৫৫৩	৭৪,৮২,৩১,৭০০
২০২২-২৩	২০২৩	৮৪,০২৮	৬১,৯৬১	১,৪৫,৯৮৯	৭৯,৪৭,৬১,৬৫০

গ) শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে ভর্তি সহায়তা প্রদান :

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট উপবৃত্তি বিতরণের পাশাপাশি অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে ভর্তি সহায়তা প্রদান করে থাকে। এ লক্ষ্যে অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে ভর্তি সহায়তা প্রদান নির্দেশিকা, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়। অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে সহায়তা প্রদানের জন্য নির্বাচিত প্রতিজন শিক্ষার্থীকে মাধ্যমিক পর্যায়ে এককালীন ৫,০০০ টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ৮,০০০ টাকা এবং স্নাতক ও সমমান পর্যায়ে ১০,০০০ টাকা হারে ভর্তি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত ভর্তি সহায়তা প্রদানের তথ্য

অর্থবছর	ছাত্র সংখ্যা (জন)	ছাত্রী সংখ্যা (জন)	মোট শিক্ষার্থী (জন)	বিতরণকৃত টাকার পরিমাণ
২০১৪-১৫	৫৩	৪৬	৯৯	২৪১০০০/-
২০১৫-১৬	২৯	৫৩	৮২	২২৭০০০/-
২০১৬-১৭	৬৩	৮৫	১৪৮	৩৫৮০০০/-
২০১৭-১৮	৭৭	১১৬	১৯৩	৪৫৭০০০/-
২০১৮-১৯	৬৫	৭৪	১৩৯	৫৩৭০০০/-
২০১৯-২০	৭৯	১১৩	১৯২	১৩২৬০০০/-
২০২০-২১	২০৬	২৯৭	৫০৩	৩৩৮৮০০০/-
২০২১-২২	২৩৬	৪৬০	৬৯৬	৪৩৭৬০০০/-
২০২২-২৩	১২৯৯	২২৭২	৩৫৭১	২৪৯৫৭০০০/-
			৫৬২৩ জন	**৩৫৮৬৭০০০/-**

ঘ) দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত শিক্ষার্থীদের চিকিৎসায় এককালীন চিকিৎসা অনুদান প্রদান :

দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের চিকিৎসা সেবা নির্বিঘ্ন ও সহনীয় করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে এককালীন চিকিৎসা অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। দুর্ঘটনার কারণে গুরুতর আহত অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের এককালীন চিকিৎসা অনুদান প্রদানের ফলে অর্থাভাবে চিকিৎসা বঞ্চিত শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় ব্যাঘাত ঘটবে না তথা তাদের শিক্ষা কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত হবে। এ লক্ষ্যে দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের এককালীন চিকিৎসা অনুদান প্রদান নির্দেশিকা, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়। এ নির্দেশিকার আলোকে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের এককালীন সর্বনিম্ন ১০ হাজার টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হচ্ছে।

২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত শিক্ষার্থীদের চিকিৎসা অনুদান প্রদানের তথ্য

অর্থবছর	ছাত্র সংখ্যা (জন)	ছাত্রী সংখ্যা (জন)	মোট শিক্ষার্থী (জন)	বিতরণকৃত টাকার পরিমাণ
২০১৪-১৫	০৪	০২	০৬	৯৫০০০/-
২০১৫-১৬	০২	০২	০৪	৭০০০০/-
২০১৬-১৭	০৫	০২	০৭	১৪৫০০০/-
২০১৭-১৮	০২	০০	০২	৪৫০০০/-
২০১৮-১৯	০১	০০	০১	১০০০০/-
২০১৯-২০	০৩	০৪	০৭	১৯০০০০/-
২০২০-২১	০৬	০৪	১০	৪৬০০০০/-
২০২১-২২	০৭	০১	০৮	৩০০০০০/-
২০২২-২৩	২০	০২	২২	৮,৬০,০০০/-
			৬৭ জন	**২১,৭৫,০০০/-**

ঙ) উচ্চ শিক্ষায় ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান :

দেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজে এম.ফিল.এবং পিএইচ.ডি. কোর্সে নিবন্ধনপ্রাপ্ত গবেষকগণের গবেষণা কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট হতে ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান ব্যবস্থা ২০১৭-১৮ অর্থবছর হতে শুরু হয়। এম.ফিল. কোর্সে ০২ (দুই) বছর মেয়াদে মাসিক ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা হারে এবং পিএইচ.ডি. কোর্সে ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে মাসিক ১৫,০০০ (পনের হাজার) টাকা হারে গবেষকদের ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছর হতে শুধুমাত্র পিএইচ.ডি. কোর্সে ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে মাসিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা হারে গবেষকদের ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

২০১৭-১৮ অর্থবছর হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি. কোর্সে ফেলোশিপ ও বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষকদের তথ্য

অর্থবছর	এম.ফিল./পিএইচ.ডি. কোর্স	গবেষকের সংখ্যা
২০২২-২৩	শুধু পিএইচ.ডি.	১১ জন
২০২১-২২	এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি.	১১ জন
২০২০-২১	এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি.	১২ জন
২০১৯-২০	এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি.	১৬ জন
২০১৮-১৯	এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি.	১২ জন
২০১৭-১৮	এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি.	০১ জন
		৬৩ জন

চ) আপদকালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান:

দেশের অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের আপদকালীন আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য ২০২০-২১ অর্থবছর হতে এককালীন সর্বনিম্ন ১০ হাজার টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়।

অর্থবছর ভিত্তিক আর্থিক সহায়তা প্রদানের তথ্য নিম্নরূপ:

অর্থবছর	ছাত্র সংখ্যা (জন)	ছাত্রী সংখ্যা (জন)	মোট শিক্ষার্থী (জন)	বিতরণকৃত টাকার পরিমাণ
২০২০-২১	০২	০১	০৩	১,২০,০০০/-
২০২১-২২	০৪	০৩	০৭	৩,০৫,০০০/-
২০২২-২৩	২৯	২৬	৫৫	১৭,৯৫,০০০/-
			৬৫ জন	**২২,২০,০০০/-**

ছ) বঙ্গবন্ধু স্কলার নির্বাচন ও বৃত্তি প্রদান :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় কমিটি এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি'র সিদ্ধান্ত মোতাবেক মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থবছরে 'বঙ্গবন্ধু স্কলার নির্বাচন ও বৃত্তি প্রদান নির্দেশিকা, ২০২০' প্রণয়ন করা হয়। প্রণীত নির্দেশিকার আলোকে অনন্য মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে স্বীকৃতি ও উৎসাহ প্রদানের জন্য দেশের অভ্যন্তরস্থ সকল সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ১৩ টি অধিক্ষেত্রে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মধ্য হতে প্রতিযোগিতামূলকভাবে নির্বাচিত ১৩ (তের) জন অনন্য মেধাবী শিক্ষার্থীর প্রত্যেককে

বঙ্গবন্ধু স্কলার অ্যাওয়ার্ড ২০২১ প্রদান করা হয়। অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত প্রত্যেককে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ স্বাক্ষরে ১টি সনদপত্র, এককালীন ৩ লক্ষ টাকার একাউন্ট পে-চেক ও ১টি ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে এটি ট্রাস্টের নিয়মিত কার্যক্রম হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্কলার নির্বাচন ও অ্যাওয়ার্ড প্রদান নির্দেশিকা, ২০২২' প্রণয়ন করা হয়।

'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্কলার নির্বাচন ও অ্যাওয়ার্ড প্রদান নির্দেশিকা, ২০২২' অনুযায়ী দেশের অভ্যন্তরস্থ সকল সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ১৬টি অধিক্ষেত্রে ২২ (বাইশ) জন অনন্য মেধাবী শিক্ষার্থীকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ স্বাক্ষরে ১টি সনদপত্র, এককালীন ৩ লক্ষ টাকার একাউন্ট পে-চেক ও ১টি ক্রেস্ট প্রদান করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু স্কলার নির্বাচন ও বৃত্তি প্রদানের তথ্য

অর্থবছর	ছাত্র সংখ্যা (জন)	ছাত্রী সংখ্যা (জন)	মোট শিক্ষার্থী (জন)	বিতরণকৃত টাকার পরিমাণ
২০২১-২২	০৬	০৭	১৩	৩৯,০০,০০০/-
২০২২-২৩	১২	১০	২২	৬৬,০০,০০০/-

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বঙ্গবন্ধু স্কলার পুরস্কার প্রদান

সমন্বিত উপবৃত্তির কর্মসূচি

সেকেন্ডারি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের আওতায় সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি'র মাধ্যমে ২০১৯-২০ অর্থবছর থেকে মাধ্যমিক ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থী এবং ২০২০-২১ অর্থবছর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাসিক ভিত্তিতে ছয় মাস অন্তর অন্তর উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণ করা হয়। এছাড়াও, সুবিধাভোগী এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের (এককালীন) পরীক্ষার ফি এবং একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বই ক্রয় বাবদ (এককালীন) আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের উপবৃত্তি সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের মাধ্যমে ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৩ কোটি ৩৮ লক্ষ ৫৪ হাজার ৬১১ জন শিক্ষার্থীকে ৭ হাজার ২২ কোটি ৪৯ লক্ষ ৬৩ হাজার ৬০ টাকা উপবৃত্তিসহ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে উপবৃত্তি প্রদানের কার্যক্রম ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছর হতে চালু করা হয়েছে।

মাধ্যমিক ও সমমান পর্যায়ে অসচ্ছল শিক্ষার্থীর মাঝে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি'র অর্থ বিতরণের চিত্র:

অর্থবছর	মোট শিক্ষার্থী (জন)			উপবৃত্তি ও টিউশন ফি (টাকা)		বিতরণকৃত অর্থের পরিমাণ লিঙ্গভিত্তিক		মোট
	ছাত্র সংখ্যা	ছাত্রী সংখ্যা	মোট শিক্ষার্থী	উপবৃত্তি	টিউশন ফি	ছাত্র	ছাত্রী	
২০১৯-২০	৯,৮৭,৬১২	১৭,৪৭,৯৯৯	২৭৩৫৬১১	১২৮৫১৭৯৯৬৪৫	১২৪৯৫৬৯৩৫৫	৫২১৭৫০৬৫৩০	৮৮৮৩৮৬২৪৭০	১৪১০১৩৬৯০০০
২০২০-২১	১৫৪৫২৮৬	২৬৫৩৩০৫	৪১৯৮৫৯১	১৩৯৫৪৭১৫৬৫০	১৯৩৬১৮৬৫৬০	৫৮৪৮৬২৬০৫৪	১০০৪২২৭৬১৫৬	১৫৮৯০৯০২২১০

অর্থবছর	মোট শিক্ষার্থী (জন)			উপবৃত্তি ও টিউশন ফি (টাকা)		বিতরণকৃত অর্থের পরিমাণ লিঙ্গভিত্তিক		মোট
	ছাত্র সংখ্যা	ছাত্রী সংখ্যা	মোট শিক্ষার্থী	উপবৃত্তি	টিউশন ফি	ছাত্র	ছাত্রী	
২০২১-২২	১৮৭৯৬৮৩	২৯৬৭৭২৮	৪৮৪৭৪১১	১১৬২৬৯৮৬৭০০	১৫৯০৭২৭৬৫০	৫১২৫৪৩৯৫৪২	৮০৯২২৭৪৮০৮	১৩২১৭৭১৪৩৫০
২০২২-২৩	২০২২০৯৫	৩০৩১৫৬৬	৫০৫৩৬৬১	১২৮৩১৬১৩৮১৬	১৯২৩৬৫৯৯৪৪	৫৮৭২৩১১৫৭০	৮৮৮২৯৬২১৯০	১৪৭৫৫২৭৩৭৬০

উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমান পর্যায়ে অসচ্ছল শিক্ষার্থীর মাঝে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি'র অর্থ বিতরণের চিত্র:

অর্থবছর	মোট শিক্ষার্থী (জন)			উপবৃত্তি ও টিউশন ফি (টাকা)		বিতরণকৃত অর্থের পরিমাণ লিঙ্গভিত্তিক		মোট
	ছাত্র সংখ্যা	ছাত্রী সংখ্যা	মোট শিক্ষার্থী	উপবৃত্তি	টিউশন ফি	ছাত্রদের	ছাত্রীদের	
২০২০-২১	৩৪২২৩৯	৭১০০৫২	১০৫২২৯১	৮৫৭৬৬৯৬৮০০	৬২৬২০৪১০০	২৯৯৩০৮০৪৩২	৬২০৯৮২০৪৬৮	৯২০২৯০০৯০০
২০২১-২২	৩৬২২৪৫	৫১১৫২৯	৮৭৩৭৭৪	৫১০৮৮৮৬৬০০	৫৮৭১৭৫৯৬০	২৩৬১৪৪৬১৪৪	৩৩৩৪৬১৬৪১৬	৫৬৯৬০৬২৫৬০
২০২২-২৩	৩১৫৬১৮	৪৪৬৯৭৫	৭৬২৫৯৩	৪৫৭৪৩৪১৪৮৪	৪৬১৭১৩৮২৬	২০৮৪২৯৬২১৫	২৯৫১৭৫৯০৯৫	৫০৩৬০৫৫৩১০

শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার হ্রাস:

প্রায় শতভাগ শিক্ষার্থীকে শিক্ষায় আওতায় আনা হয়েছে এবং ঝরে পড়ার হার কমানো হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধকল্পে দরিদ্র ছেলে মেয়েদের জন্য উপবৃত্তি সম্প্রসারণ, দুপুরের খাবার ব্যবস্থা, আদিবাসী প্রান্তিক শিশুদের জন্য বিশেষ সহায়তার ব্যবস্থা, পথশিশু ও অন্যান্য অতিবঞ্চিত শিশুদের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ, বিনামূল্যে সকল শিক্ষার্থীদের মাঝে পাঠ্যপুস্তক বিতরণসহ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে আর্থিক সহায়তা প্রদান, সমন্বিত উপবৃত্তির কর্মসূচি, স্নাতক ও সমমান পর্যায়ে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণ, দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত শিক্ষার্থীদের চিকিৎসায় এককালীন চিকিৎসা অনুদান প্রদান, আপদকালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের অসচ্ছল মেধাবী শিক্ষার্থীর মাঝে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তিকরণ:

- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল ও কলেজ) এর জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালার আলোকে বর্তমান সরকার ২০০৯ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন ৫,০৯৭টি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। নতুন এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি সরকার কর্তৃক প্রতি মাসে বরাদ্দ প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৮০ হাজার ৮০৬ জন, বেসরকারি কলেজের ১৭ হাজার ৪৫৮ জন অর্থাৎ সর্বমোট ৯৭ হাজার ৮৬৪ জন শিক্ষক কর্মচারীকে এমপিও ভুক্ত করা হয়েছে। এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তুলনামূলক বিবরণী নিম্নরূপ:

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	২০০৯ সাল	২০২৩ সাল	বৃদ্ধির সংখ্যা	বৃদ্ধির হার
নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৭৫২	২৫১০	১৭৫৮	২৩৪%
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১২৪৭০	১৫০৯৯	২৬২৯	২১%
স্কুল এন্ড কলেজ	৩৮৬	৬১২	২২৬	৫৯%
উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ	৭৬৮	১১৪৭	৩৭৯	৪৯%
ডিগ্রি কলেজ	৯৬৪	১০৬৯	১০৫	১১%
	১৫৩৪০	২০৪৩৭	৫০৯৭	৩৩%

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণ:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৫ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে প্রতিটি উপজেলায় একটি কলেজ ও একটি স্কুল সরকারিকরণের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- স্কুল: প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ৩৫৫টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণের গেজেট প্রকাশিত হয়েছে এবং ২০টি বেসরকারি বিদ্যালয় সরকারিকরণের গেজেট প্রকাশনার কার্যক্রম চলমান রয়েছে; এবং
- কলেজ: প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ৩২৭টি বেসরকারি কলেজকে সরকারিকরণের গেজেট প্রকাশিত হয়েছে।

২০০৯ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ বৃদ্ধির সংখ্যা

বিষয়	২০০৯ সাল	২০২৩ সাল	বৃদ্ধির সংখ্যা
সরকারি স্কুল	৩১৮	৬৭৩	৩৫৫
সরকারি কলেজ	২৮৯	৬৬৩	৩৭৪

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০

শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য মানবতার বিকাশ এবং জনমুখী উন্নয়ন ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজের এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক এবং কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা, পাশাপাশি শিক্ষার মাধ্যমেই জাতিকে দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতা অর্জন, দেশে গণমুখী, সুলভ, সুষম, সর্বজনীন, সুপরিকল্পিত, বিজ্ঞান মনস্ক এবং মানসম্পন্ন শিক্ষাদানে সক্ষম শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার ভিত্তি ও রণকৌশল হিসেবে কাজ করা লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে

বিধৃত সংশ্লিষ্ট নির্দেশনাসমূহ বিবেচনায় রেখে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়ন হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, সাধারণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের সমন্বয়ে সুশিক্ষিত, দক্ষ ও উন্নত নৈতিকতাসম্পন্ন মানব সম্পদ সৃষ্টি, কর্মমুখী ও সৃজনশীল শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এছাড়া মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকদের জন্য অনলাইন এমপিও কার্যক্রম চালুকরণ, শিক্ষকদের অনলাইন বদলি কার্যক্রম, নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম এবং কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন, শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থীদের উন্নততর পাঠদানের লক্ষ্যে শিক্ষকদের আইসিটিসহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ, বেসরকারি স্কুল ও কলেজ সরকারিকরণ, বিজ্ঞান শিক্ষা জোরদারকরণের লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ এবং বিজ্ঞান শিক্ষক নিয়োগ, নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অতিরিক্ত শ্রেণি শিক্ষক নিয়োগ, মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের অনলাইনে মানদণ্ড নির্ধারণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কৃত্তিভিত্তিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি চালু করা, পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ এবং দরিদ্র শিক্ষার্থীদের অনলাইনে উপবৃত্তি প্রদান হচ্ছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের পেশাগত উৎকর্ষ সাধনে বিগত ১৫ বছর সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ :

দপ্তর-সংস্থা	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ/ সেমিনার	৪,৮৭৮ জন
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর	সৃজনশীল, জীবন-দক্ষতা বৃদ্ধি, নতুন কারিকুলাম বিস্তরণ, পারফরমেন্স বেইজড ম্যানেজমেন্ট, বিজ্ঞান শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ক	২৯,৮০,২৯২ জন
জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)	শিক্ষা ব্যবস্থাপক এবং শিক্ষককে প্রশিক্ষণ	৩০,৮৮০ জন
	বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ	১,২৫০ জন

দপ্তর-সংস্থা	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন	মৌলিক প্রশিক্ষণ	৯,৪২৭ জন
বাংলাদেশ স্কাউটস	স্কাউট বিষয়ে মৌলিক প্রশিক্ষণ	৪৭,০২০ জন
	স্কাউট ও রোভার লিডারদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও বিভিন্ন কোর্স বাস্তবায়ন	১,১৮৬ টি কোর্স

- জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) কর্তৃক ২০০৯-২০১০ অর্থবছর থেকে ২০২২-২০২৩ পর্যন্ত মোট ৩০৮৮০ জন অধ্যক্ষ, প্রধান শিক্ষক, অন্যান্য শিক্ষা ব্যবস্থাপক এবং শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যাকলগ দূরীকরণে নায়েম-এর বাইরে ০৬ টি প্রশিক্ষক প্রতিষ্ঠানে ১২৫০ জন ক্যাডার কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে বুনিয়াদি শিক্ষক প্রশিক্ষণের কোন ব্যাকলগ নেই;
- বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে ইতোমধ্যে কার-ড্রাইভিং অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে;
- নায়েম এবং ইউনিসেফ যৌথভাবে Teacher Education Framework and NAEM Training Manual উন্নয়ন বিষয়ে প্রকল্প চলমান আছে;
- ২০১০ সালের ১৭ আগস্ট সিনিয়র স্টাফ কোর্স অন এডুকেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (এসএসসিইএম) কোর্স উদ্বোধন করা হয়েছে;
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক ২০০৯-২০২৩ সালের জানুয়ারি সাল পর্যন্ত ২৯৮০২৯২ (উনত্রিশ লক্ষ আশি হাজার দুইশত বিরানব্বই) জন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- ডিসেমিনেশন অফ নিউ কারিকুলাম স্কিমের আওতায় জেলা পর্যায়ের প্রশিক্ষক তৈরির জন্য ১০৫৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে ১৬২০০ জন কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ২,৮০,৭৪৯ জন নতুন কারিকুলাম এর উপর মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- ডিজিটাল কন্টেন্ট ডেভেলপমেন্ট, আইসিটি, ইএলটি (স্যাটেলাইট), পেডাগজিক কোর্স অন ম্যাথমেটিকস্ এবং অনলাইনে ৫টি প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়েছে;
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ঐতিহাসিক ৭মার্চ ১৯৭১-এর ভাষণ, বাংলাদেশের ইতিহাস, জেন্ডার, নারীর ক্ষমতায়ন, এসডিজি, প্রতিবন্ধিতা, অটিজম ইত্যাদি বিষয়ক কনটেন্ট বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সের মডিউলে সংযোজন করা হয়েছে;

- বিভিন্ন কোর্স কন্টেন্ট ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতির আধুনিকায়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে;
- করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় নায়েম লকডাউন চলাকালে ৩৩৮ জন শিক্ষক-কর্মকর্তাকে অনলাইন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে অধিকসংখ্যক শিক্ষককে প্রশিক্ষণ সেবা দেওয়ার জন্য সরাসরি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ব্লেন্ডেড মোডে প্রশিক্ষণ পরিচালিত হচ্ছে;
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং ইউনেস্কো যৌথভাবে 'ELT Training Curriculum and Manual Development' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে;
- ইউনেস্কো-এর CAP-Ed প্রোগ্রাম-এর আওতায় নায়েম ICT competency and Global Citizenship Education in the Teacher Training Curriculum উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে;
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং মার্কিন দূতাবাস, বাংলাদেশ যৌথভাবে Communicative English Training Course Manual উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন করেছে;
- মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষাক্রম বিতরণ ও বাস্তবায়ন বিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে; এবং
- প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার ২৭ হাজার প্রতিষ্ঠান প্রধানকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

শিক্ষার্থী Unique ID (UID) প্রদান:

ব্যানবেইস কর্তৃক পরিচালিত এস্টাব্লিশমেন্ট অব ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশনাল ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (IEIMS) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) ব্যবস্থার আলোকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ১.১২ কোটি শিক্ষার্থীর প্রোফাইল Database তৈরি করা হয়েছে:

- CRVS ব্যবস্থার আলোকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ১.১২ কোটি শিক্ষার্থীর পিতা-মাতার NID Verification পূর্বক সিস্টেমে সংরক্ষণ করা হয়েছে; এবং
- ৬১ লক্ষ শিক্ষার্থী Unique ID নম্বর পেয়েছে।

শিক্ষার্থীদের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা:

- মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, এক বছরের অধিক কাল অস্বাভাবিক জীবন যাপন করার ফলে শিক্ষার্থীদের মানসিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। এই বিষয়টি মাথায় রেখে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;

- শিক্ষার্থীদের শারীরিক স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রায় এক লক্ষ শিক্ষক ও কর্মকর্তাকে পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- ২০,০০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ওজন মাপার যন্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে;
- প্রত্যেক ছাত্রীকে আয়রন ফলিক এসিড খাওয়ানোর লক্ষ্যে বিদ্যালয়সমূহকে ২০ কোটি আয়রন ফলিক এসিডের ব্যবস্থা করা হয়েছে; এবং
- শিক্ষার্থীদের মানসিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্য Psychological First Aid (PFA) এর মাধ্যমে ফেইস টু ফেইসের ৬২৭ জন শিক্ষক এবং অনলাইনের মাধ্যমে ৩২৭৬২৭ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

মিড-ডে-মিল কর্মসূচি:

শিক্ষার্থীদের শারীরিক পুষ্টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গত ২৯ সেপ্টম্বের ২০১৯ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, সিলেট অঞ্চলের আয়োজনে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সিলেট বিভাগের ৬২২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মিড-ডে-মিল কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়। কোভিড-১৯ পূর্ববর্তী পর্যন্ত প্রায় ৭০০০ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মিড-ডে-মিল কর্মসূচি চলমান ছিল।

সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজে, সিলেটে স্কুলের মিড ডে মিল কার্যক্রম উদ্বোধন

সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজে, সিলেটে স্কুলের মিড ডে মিল কার্যক্রম উদ্বোধন

"বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধকে জানি":

জাতির পিতা "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধকে জানি' শীর্ষক কার্যক্রমের আওতায় দেশের প্রায় বিশ হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী কর্তৃক ডকুমেন্টারি তৈরি করে প্রত্যেক উপজেলা কমিটি কর্তৃক যাচাই বাছাই করে সেরা ডকুমেন্টারি জেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। জেলা কমিটি যাচাই বাছাই করে বিভাগীয় কমিটির নিকট এবং বিভাগীয় কমিটি যাচাই বাছাই করে কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট প্রেরণ করবে। কেন্দ্রীয় কমিটি সেরা ২০টি ডকুমেন্টারি নির্বাচন করবে। তৎমধ্যে সেরা ০২টি ডকুমেন্টারি সারাদেশে প্রচারের ব্যবস্থা করা হবে। শিক্ষার্থীদের নিজ হাতে তৈরি জাতির গৌরবগাঁথা সমৃদ্ধ এসব ডকুমেন্টারি ভবিষ্যতে জাতির ইতিহাসে প্রামাণ্য দলিল হিসেবে সংরক্ষিত থাকবে। উল্লেখ্য এ কার্যক্রমে প্রায় ১,০০,০০০(এক লক্ষ) ডকুমেন্টারি ও ১, ০০, ০০০(এক লক্ষ) প্রতিবেদন তৈরি হয়েছে;

শিক্ষাক্ষেত্রে আইসিটি'র ব্যবহার:

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে প্রযুক্তির ব্যবহার দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তথ্য, প্রযুক্তি ও জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত নতুন বিশ্ব অর্থনীতির উত্থান শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে। এ বিষয়সমূহকে বিবেচনায় নিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে দেশব্যাপী আইসিটির ব্যবহার ও ব্লেন্ডেড এডুকেশন সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০০৯ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

দপ্তর/সংস্থা/প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় ICT ভিত্তিক প্রশিক্ষণ	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
"তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায়	ICT সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	৪৭৯৬ জন
"সেকেন্ডারী এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ)" এর আওতায়	ICT বিষয়ে প্রশিক্ষণ	১২৬৪২ জন
"শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজের উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায়	ডিজিটাল কন্টেন্ট ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৪০০০ জন
আইসিটির মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন প্রকল্প (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায়	ICT সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ToT	৩০৩ জন
	বেসিক টিচার্স ট্রেনিং	১৫২৬৫ জন
	প্রতিষ্ঠান প্রধানগণের প্রশিক্ষণ	১১০৭২৪ জন
ব্যানবেইসের মাধ্যমে	আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ	৯০০০ জন
১২৫ টি ইউআইটিআরসিই সেন্টারের মাধ্যমে	আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ	২০৭৫৮১ জন
এস্টাব্লিশমেন্ট অব ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশনাল ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (IEIMS) প্রকল্পের আওতায়	Civil Registration and Vi-tal Statistics (CRVS) ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা প্রদান	৬০০ জন (মাস্টার ট্রেইনার)
		৮৬০০০ জন (শিক্ষক)

আইসিটির ব্যবহার সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম:

- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে সকল শিক্ষার্থীর জন্য কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত কর্ম ও জীবনমুখি শিক্ষা এবং ৯ম ও ১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার বিষয়ে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;
- পাঠ্যপুস্তকের বিভিন্ন বিষয়ে Interactive Digital Text তৈরি করা হয়েছে;

- এনসিটিবি'র ওয়েবসাইটে (www.nctb.gov.bd) মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের ৬২টি বাংলা ভার্সন, ৫০টি ইংরেজি ভার্সন এবং প্রাথমিক স্তরের ৩৩টি বাংলা ভার্সন ও ২৩টি ইংরেজি ভার্সন আপলোড করা হয়েছে;
- এ পর্যন্ত দেশের প্রাথমিক স্তরের ৩৩টি, মাধ্যমিক স্তরের ৪৯টি পাঠ্যপুস্তক আকর্ষণীয় ও সহজে ব্যবহার যোগ্য ই-বুক এ কনভার্ট করে ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে;
- অনলাইনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ভর্তির কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে;
- পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল অনলাইনের মাধ্যমে (মোবাইলে এসএমএস ও ওয়েব সাইট) প্রকাশ করা হচ্ছে;
- ক্লাসরুম ও উপযুক্ত শিখন-শেখানো পরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দ্রুতগতির ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি নিশ্চিতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
- "টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট-II (TQI-II) ইন সেকেন্ডারী এডুকেশন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় TTC এবং HSTTI তে ১৭০৪টি ডেস্কটপ সরবরাহ করা হয়েছে;
- "সেকেন্ডারী এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ)" এর আওতায় ৭১০টি ICT লার্নিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে;
- শিক্ষার্থীদের তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ এবং শ্রেণিকক্ষে পাঠদান কার্যক্রমকে ফলপ্রসু ও আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২০০৯ থেকে এ পর্যন্ত নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট ৩৩,২৮৫টি মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম এবং ১১,৩০৭টি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে;
- বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে মোট ৩২,২৮৫ টি মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে এবং ৩১,৩৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৪৬,৩৪০টি মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে;
- বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় মোট ৯৭৭ আইসিটি ল্যাব/কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে এবং ৯০৩ টি আইসিটি ল্যাব/কম্পিউটার ল্যাব স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে;
- একক আইডি-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভর্তি, উপস্থিতি, শিক্ষা সমাপণ (বিষয় ও শ্রেণিভিত্তিক) এবং ঝরে পড়া বিশ্লেষণ ও বিন্যাসকরণের লক্ষ্যে Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) ব্যবস্থার আলোকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ১.১২ কোটি শিক্ষার্থীর প্রোফাইল Database তৈরি করা হয়েছে;

- CRVS ব্যবস্থার আলোকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ১.১২ কোটি শিক্ষার্থীর পিতা-মাতার NID Verification পূর্বক সিস্টেমে সংরক্ষণ করা হয়েছে;
- ৬১ লক্ষ শিক্ষার্থীকে Unique ID নম্বর পেয়েছে;
- সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রণয়নের লক্ষ্যে ৩৪ টি Software Module প্রস্তুত করা হয়েছে;
- ১১ টি শিক্ষাবোর্ড ও ব্যানবেইস এ Unified আইটি অবকাঠামো ও সুবিধাদি নির্মাণ করা হয়েছে;
- ১১ টি শিক্ষাবোর্ড ও ব্যানবেইসের সকল কার্যক্রম Automation এবং ডাটা সংরক্ষণ করার জন্য Hardware ও Network যন্ত্রপাতি সংশ্লিষ্ট সংস্থায় স্থাপন করা হয়েছে;
- ইউআইটিআরসিই ফেজ-II প্রকল্পের আওতায় ১৬০টি উপজেলায় কম্পিউটার ল্যাবসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও স্থাপন, ই-লার্নিং সিস্টেম উন্নয়ন, ইএমআইএস আপগ্রেডেশন এবং শিক্ষক/কর্মকর্তাদের আইসিটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- এক্সপার্ট ডিসপাচ প্রশিক্ষণের আওতায় e-Learning Course Planning, Instructional Design, Media Development, 3D Modeling, AR/VR Development, Video Editing, Course Operation বিষয়ে কোরিয়া হতে আগত প্রশিক্ষকের মাধ্যমে ০৬টি মডিউলে ০৬ মাস ব্যাপি মোট ২৬ জন প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে; এবং
- উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে আইসিটি খাতের বিকাশে ২০০৯-২৩ পর্যন্ত সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক ১৬৯টি আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে, ১৯৩০টি মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ১২,২০২টি কম্পিউটার/ল্যাপটপ সরবরাহ করা হয়েছে এবং ০৫টি সফটয়্যার/মোবাইল এ্যাপ উন্নয়ন করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের সার্বিক উন্নয়নে এবং নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ সংশ্লিষ্ট মোট ৮০টি প্রতিশ্রুতি এবং ৩২টি নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তন্মধ্যে ৭৩টি প্রতিশ্রুতি ও ২৩টি নির্দেশনা বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়নের হার যথাক্রমে ৯১% এবং ৭৫%। অবশিষ্ট ০৭টি প্রতিশ্রুতি এবং ০৮টি নির্দেশনা বাস্তবায়নাধীন/চলমান রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর

কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা নিম্নে উপস্থাপিত হলো:

ক) বাস্তবায়িত প্রতিশ্রুতিসমূহ:

১.	ঠাকুরগাঁও জেলায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন।
২.	লক্ষ্মীপুর জেলায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা।
৩.	বগুড়া জেলায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন।
৪.	কুড়িগ্রামে সরকারি/বেসরকারি উদ্যোগে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।
৫.	হবিগঞ্জে একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন।
৬.	রাজবাড়ী জেলার পাংশা উপজেলাধীন পাংশা কলেজ জাতীয়করণ।
৭.	গাজীপুর জেলার ভাওয়াল বদরে আলম সরকারি কলেজের জন্য একটি নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ।
৮.	কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলাধীন উখিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় সরকারিকরণ।
৯.	কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলা সদরে অবস্থিত বঙ্গমাতা ফজিলাতুননেছা মুজিব মহিলা কলেজ সরকারিকরণ।
১০.	পিরোজপুর জেলা সদরে অবস্থিত 'সরকারি মহিলা কলেজ' এ অনার্স কোর্স চালুকরণ।
১১.	পিরোজপুর জেলা সদরে অবস্থিত 'পিরোজপুর সরকারি সোহ্‌রাওয়ার্দী কলেজ' এ মাস্টার্স কোর্স চালুকরণ।
১২.	পঞ্চগড় সরকারি মহিলা কলেজ, পঞ্চগড় এ অনার্স কোর্স চালুকরণ।
১৩.	মকবুলার রহমান সরকারি কলেজ, পঞ্চগড় এ মাস্টার্স কোর্স চালুকরণ।
১৪.	বান্দরবন মহিলা কলেজ জাতীয়করণ করা।
১৫.	খাগড়াছড়ি মহিলা কলেজ জাতীয়করণ করা।
১৬.	থাঞ্চি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উপজেলা-থাঞ্চি, জেলা-বান্দরবান-কে জাতীয়করণ।
১৭.	শেখ ফজিলাতুন নেসা মুজিব মহিলা মহাবিদ্যালয় জাতীয়করণ করা।
১৮.	মুজিব কলেজ, সখীপুর, টাঙ্গাইল জাতীয়করণ করা।
১৯.	ইব্রাহিম খাঁ কলেজ, ভূঁয়াপুর, টাঙ্গাইলকে জাতীয়করণ করা।
২০.	সিলেট মহানগরীতে ২টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা।
২১.	বৃন্দাবন সরকারি কলেজ, হবিগঞ্জে মাষ্টার্স কোর্স চালুকরণ।
২২.	জিল্লুর রহমান মহিলা কলেজ, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ জাতীয়করণ করা।

২৩.	গোল-ই-আফরোজ সরকারি কলেজ, নাটোর এ ৪টি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালুকরণ।
২৪.	শহীদ এ.এইচ.এম কামরুজ্জামান ডিগ্রী কলেজ জাতীয়করণ করা।
২৫.	কোটালীপাড়া শেখ লুৎফর রহমান আদর্শ সরকারী কলেজে বাংলা, অর্থনীতি, ইসলামের ইতিহাস, সংস্কৃতি, দর্শন ও ইতিহাস বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করা।
২৬.	দহগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়কে মহাবিদ্যালয়ে উন্নীতকরণ।
২৭.	লালমনিরহাট সরকারি কলেজে মাস্টার্স কোর্স চালুকরণ।
২৮.	নীলফামারী সরকারী মহিলা কলেজে বাংলা, ইংরেজী ও সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ে অনার্স কোর্স চালুকরণ।
২৯.	নীলফামারী সরকারী কলেজে বাংলা, ইংরেজী, হিসাব বিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা ও বোটানী বিষয়ে মাস্টার্স কোর্স চালুকরণ।
৩০.	মুজিবনগর ডিগ্রী কলেজ সরকারিকরণ (২০০১ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত)।
৩১.	মেহেরপুর সরকারি কলেজে ব্যবস্থাপনা এবং হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ে অনার্স কোর্স চালুকরণ।
৩২.	মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে বাংলা এবং অর্থনীতি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালুকরণ।
৩৩.	কক্সবাজার সরকারি মহিলা কলেজের ছাত্রীদের জন্য ছাত্রীনিবাস নির্মাণ।
৩৪.	লোহাগড়া মহাবিদ্যালয় জাতীয়করণ করা।
৩৫.	বঙ্গবন্ধু কলেজ, রূপসা, খুলনা-কে জাতীয়করণ।
৩৬.	খুলনা মডেল স্কুল, খুলনা সদর, খুলনা-কে জাতীয়করণ করা।
৩৭.	ইকবালনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, খুলনা-কে জাতীয়করণ করা।
৩৮.	দৌলতপুর মুহসিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দৌলতপুর, খুলনা-কে জাতীয়করণ করা।
৩৯.	খুলনা মহানগরীর সুন্দরবন মহিলা কলেজের ছাত্রীদের জন্য একটি হোস্টেল নির্মাণ।
৪০.	হাজী মুহম্মদ মুহসিন কলেজ, খুলনা-কে জাতীয়করণ করা।
৪১.	খুলনায় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা।
৪২.	খুলনা মহানগরীতে ৩টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন।
৪৩.	বরিশাল শহরে ২টি নতুন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন।

৪৪.	বরিশাল জেলায় মেরিন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন।
৪৫.	বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ হামিদুর রহমান কলেজ জাতীয়করণ করা
৪৬.	বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ ডিগ্রী কলেজ জাতীয়করণ করা।
৪৭.	যশোর শিক্ষা বোর্ড মডেল স্কুল এন্ড কলেজ এর কলেজ ভবনটি ৪তলা পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা।
৪৮.	যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় একটি মেডিক্যাল সেন্টার স্থাপন।
৪৯.	যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক/কর্মকর্তাদের জন্য দশ-তলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ।
৫০.	যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয়তলা বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী নির্মাণ।
৫১.	চরফ্যাশন কলেজ জাতীয়করণ করা।
৫২.	তিতাস উপজেলার রেহানা মজিদ মহিলা কলেজ এমপিওভুক্ত করা।
৫৩.	খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলার এল.বি.কে ডিগ্রী মহিলা কলেজ জাতীয়করণ।
৫৪.	খুলনা জেলার কয়রা মহিলা কলেজ জাতীয়করণ।
৫৫.	শ্যামনগর মহসিন ডিগ্রী কলেজ জাতীয়করণ।
৫৬.	বেতাগী ডিগ্রী কলেজ জাতীয়করণ করা।
৫৭.	বরগুনা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ছাত্রীদের জন্য একটি হোস্টেল নির্মাণ।
৫৮.	বরগুনা সরকারি মহিলা কলেজের একাডেমিক ভবন নির্মাণ।
৫৯.	চাঁদপুরে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন।
৬০.	কুড়িগ্রাম সরকারী কলেজে অনার্সভূক্ত ১৪ টি বিষয়ে মাস্টার্স কোর্স চালুকরণ।
৬১.	গাজীপুরে ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করা।
৬২.	নেত্রকোণা সরকারী মহিলা কলেজে অনার্স কোর্সের বিষয় বৃদ্ধি করা।
৬৩.	নেত্রকোণা সরকারী মহিলা কলেজের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা।
৬৪.	নেত্রকাণা সরকারী কলেজের অনার্স কোর্সের বিষয় বৃদ্ধি করা।
৬৫.	নেত্রকোণা সরকারী কলেজের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা।
৬৬.	গোপালগঞ্জ সদরে এস এম মডেল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় এবং বীণাপানি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ডাবল শিফট চালুকরণ।
৬৭.	গোপালগঞ্জে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন।

৬৮.	নগরকান্দা আদর্শ মহাবিদ্যালয় জাতীয়করণ করা।
৬৯.	শেখ মুজিবুর রহমান কলেজ, টুঙ্গিপাড়া জাতীয়করণ করা
৭০.	বীরশ্রেষ্ঠ আব্দুর রউফ ডিগ্রী কলেজ জাতীয়করণ করা।
৭১.	শহীদ মনু মিয়া উচ্চ বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা।
৭২.	নেত্রকোণা জেলাধীন মদন উপজেলার হাজী আব্দুল আজিজ খান ডিগ্রী মহাবিদ্যালয় জাতীয়করণ করা।
৭৩.	দহগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা।

খ) বাস্তবায়নাধীন/ চলমান প্রতিশ্রুতিসমূহ:

১.	ঠাকুরগাঁও জেলার যে সব কলেজে একাডেমিক ভবন নেই, সেই সব কলেজে একাডেমিক ভবন নির্মাণ।
২.	জামালপুরে একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন।
৩.	মীরসরাই লতিফিয়া কামিল মাদ্রাসায় অনার্স কোর্স চালুকরনের মাধ্যমে মডেল মাদ্রাসা হিসাবে গড়ে তোলা।
৪.	হাওর এলাকার জন্য পৃথক পরিকল্পনায় বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ।
৫.	খুলনা জেলার পাইকগাছায় উপজেলায় একটি কৃষি কলেজ স্থাপন।
৬.	জয়পুরহাটে একটি আধুনিক সরকারি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন।
৭.	প্রত্যেক উপজেলায় একটি কলেজ ও একটি স্কুল সরকারিকরণ করা হবে।

গ) বাস্তবায়িত নির্দেশনাসমূহ :

১.	ছাত্র-ছাত্রীদের কোর্স কারিকুলামে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার উপর; পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ের উপর এবং ট্রাফিক রুলস এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
২.	সকল স্কুল/কলেজের ভবন নির্মাণের নকশা প্রণয়নের সময় ভবনের ক্লাশরুমসমূহ সকল কক্ষে পর্যাপ্ত ভ্যান্টিলেশনের সংস্থান রাখতে হবে।
৩.	ভবিষ্যতে যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজ হোস্টেল নির্মাণ করা হলে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সমান সমান আসনের হোস্টেল নির্মাণ করতে হবে।
৪.	পিরোজপুর জেলাধীন মঠবাড়ীয়া উপজেলার জাতির জনকের স্মৃতি বিজরিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কলেজ ও ডাঃ রুস্তম আলী ফরাজী ডিগ্রী কলেজ দুটির একাডেমিক ভবন নির্মাণ।

৫.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল উপজেলাধীন নাচোল খুরশেদ মোল্লা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় এর নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ।
৬.	নাটোর জেলাধীন সিংড়ায় অবস্থিত রহমত ইকবাল অনার্স কলেজের শেখ ফজিলাতুননেছা ছাত্রী হোস্টেল সম্প্রসারণের জন্য অর্থ বরাদ্দ প্রদান।
৭.	গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়া উপজেলাধীন বাশুড়িয়া সেনেরচর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আসবাবপত্রসহ মিলনায়তন এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের জন্য দুটি টেলিভিশন ক্রয়ের জন্য তিন লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান।
৮.	ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার 'মাহ্তাব উদ্দিন ডিগ্রি কলেজ সরকারীকরণ'।
৯.	ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার 'নলডাঙ্গা ভূষণ পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণ'।
১০.	বাংলাদেশ টেলিভিশনে মান সম্পন্ন ক্লাস সম্প্রচার করতে হবে।
১১.	সমুদ্র সম্পদের উপর জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।
১২.	ঢাকা শহরে স্থাপিতব্য ৪টি কলেজ এবং ১১টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় নির্মাণের কাজ দ্রুত সমাপ্ত করা।
১৩.	ব্যানবেইজের নির্মানাধীন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্সে নির্মাণের বিষয়টি পরীক্ষা করতে হবে।
১৪.	ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ঢাকার পাশে জমি পাওয়া না গেলে মাওয়ার দিকে জমি ক্রয় করা এবং দ্রুত নতুন।
১৫.	প্রি-প্রাইমারীর বইয়ে ছুরি-কাঁচির ছবি বা এরুপ কিছু থাকলে তা বাদ দিতে হবে; প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ডের চলতি উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রমে ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং পলিটেকনিক, টিটিসি'র সংখ্যা বাড়াতে হবে।
১৬.	নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানাতে হবে।
১৭.	ফরিদপুর জেলার সদরপুর উপজেলাধীন "বেগম কাজী জেবুন্নেছা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়" সরকারিকরণ।
১৮.	মাদারীপুর জেলার রাজৈর উপজেলার রাজৈর ডিগ্রী কলেজ জাতীয়করণ করা।
১৯.	গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর উপজেলার মুকসুদপুর কলেজ জাতীয়করণ করা।

২০.	পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলাধীন “বাউফল ডিগ্রী কলেজ” জাতীয়করণ।
২১.	সিরাজগঞ্জ জেলাধীন তাড়াশ উপজেলার বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব আইডিয়াল কলেজ জাতীয়করণ।
২২.	বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজের হোস্টেল সমূহে প্রতি তলায় কমন রান্না, ডায়নিং ও লন্ড্রি'র ব্যবস্থা রাখতে হবে। এ সংক্রান্ত একটি অনুশাসন শিক্ষা মন্ত্রণালয় জারি করবে।
২৩.	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়-এ একটি পূর্ণাঙ্গ মেডিক্যাল সেন্টার স্থাপন।
২৪.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে এমনভাবে নির্মাণ করা হবে যেন দুর্যোগকালে আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

ঘ) বাস্তবায়নাধীন/চলমান নির্দেশনাসমূহ:

১.	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খালিয়াজুরী উপজেলা সদরে অবস্থিত কলেজটির উন্নয়ন করা হবে। পর্যায়ক্রমে উপজেলার অন্যান্য স্কুল কলেজেরও উন্নয়ন করা হবে।
২.	সকল জেলায় কমপক্ষে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।
৩.	বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা সীমিত করতে হবে। পাবলিক কলেজগুলোকে পাবিলক বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় এবং প্রাইভেট কলেজগুলোকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় এ্যাফিলিয়েটেড করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
৪.	খুলনা জেলার কয়রা উপজেলায় কয়রা কপোতাক্ষ কলেজে ১টি ছাত্রী নিবাস নির্মাণ।
৫.	বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের বিষয়ে চলমান মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। মামলা সংক্রান্ত কাগজপত্র বিজ্ঞ আদালতে যথাযথভাবে দাখিল করতে হবে।
৬.	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন সরকারি কলেজগুলোকে সংশ্লিষ্ট এলাকার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে অধিভুক্ত করতে হবে।
৭.	পার্বত্য এলাকার ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা, প্রতিষ্ঠানের ধরণ, কি ধরণের লেখাপড়ার প্রয়োজন সবকিছু যাচাই করে পরিকল্পিতভাবে এমপিও ভুক্তি এবং সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

৮.	(ক) রাঙ্গামাটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে (খ) পার্বত্য অঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকার শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

প্রশ্নফাঁসমুক্ত ও নকলমুক্ত পরীক্ষা

বর্তমান সরকারে আমলে পরীক্ষা সুষ্ঠু, সুন্দর ও সম্পূর্ণ নকলমুক্ত পরিবেশে অনুষ্ঠান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নেবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে:

- প্রশ্নপত্র গোপনীয়তার সাথে প্রণয়ন করে মুদ্রণের জন্য সিকিউরিটি খামে করে বিজি প্রেসে প্রেরণ;
- প্রশ্নপত্র মুদ্রণের পর অ্যালুমিনিয়ামের ফয়েল খামে ভরে মাস্টার সিকিউরিটি প্যাকেটে প্যাকেটজাত করে বিজি প্রেস থেকে ট্রেজারিতে প্রেরণ;
- বিজি প্রেস থেকে মুদ্রিত প্রশ্ন কেন্দ্রের চাহিদা মোতাবেক পরীক্ষার তারিখ উল্লেখ করে সিকিউরিটি ব্যাগে ঢুকিয়ে সিকিউরিটি টেপ দিয়ে আটকিয়ে কেন্দ্র অনুযায়ী জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধির মাধ্যমে কেন্দ্রগুলোতে প্রেরণ;
- কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ব্যতীত পরীক্ষা কেন্দ্রে অন্য কেউ মোবাইল ফোন ও মোবাইল ফোনের সুবিধাসহ ঘড়ি, কলম বা অননুমোদিত ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করতে পারবে না;
- পরীক্ষা কেন্দ্রে ৩০ মিনিট পূর্বে পরীক্ষার্থী প্রবেশ, ২৫ মিনিট পূর্বে মোবাইল এসএমএস এর মাধ্যমে কেন্দ্রে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সেট কোড প্রেরণ এবং পুলিশ, ট্যাগ অফিসার ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে ও স্বাক্ষরের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সেটের প্রশ্নের প্যাকেট খোলার ব্যবস্থা করণ;
- কেন্দ্রে সকল সেটের প্রশ্ন পরীক্ষার তারিখ অনুযায়ী কেন্দ্রে পরীক্ষার দিন সকালে সিকিউরিটি প্যাকেটে ট্যাগ অফিসার এবং নিরাপত্তা বাহিনীসহ কেন্দ্রে প্রেরণ;
- গুজব ও অপপ্রচার বন্ধে বিশেষ মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা;
- পরীক্ষার সময় সকল কোচিং সেন্টার ১ মাস বন্ধ রাখার নির্দেশ প্রদান;
- পরীক্ষা চলাকালিন সময়ে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কক্ষে সকল প্রকার আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাকে যুক্ত করে ফেসবুক, টুইটার, ম্যাসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ, ইউটিউব ইত্যাদি ইন্টারনেট ভিত্তিক যোগাযোগ মাধ্যমসমূহ গভীর ও সুক্ষভাবে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা;
- সংশ্লিষ্ট দোষীদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনে মামলাসহ তাদেরকে আইন

শৃঙ্খলাবাহিনীর হাতে সোপর্দ করার জন্য সর্বসাধারণের সহযোগিতা চাওয়া;

- এক বা একাধিক কেন্দ্রের জন্য একজন করে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট/কর্মকর্তা (ট্যাগ অফিসার) নিয়োগ করা হয়। ট্রেজারি/থানা/নিরাপত্তা হেফাজত হতে কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা তাঁর মনোনীত উপযুক্ত প্রতিনিধি ট্যাগ অফিসারসহ প্রশ্নপত্র গ্রহণ করে পুলিশ প্রহরায় কেন্দ্রে নিয়ে যায়। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট/কর্মকর্তা (ট্যাগ অফিসার)-এর উপস্থিতি প্রশ্নপত্র বের করা হয়; এবং
- সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সকল প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ।

শিক্ষক নিয়োগ

২০০৯ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন পর্যায়ে স্বচ্ছতার সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগে নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে:

- বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রত্যয়ন বিধিমালা ২০০৬ এর আওতায় নিবন্ধন পরীক্ষাসমূহ গ্রহণ করা হয়। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ্য শিক্ষক নির্বাচনের লক্ষ্যে ২০০৯ সালের পরে বর্তমান সরকারের আমলে নিবন্ধন পরীক্ষা বিধিমালা আরও কার্যকর ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ২০১২ ও ২০১৫ খ্রি: তারিখে সংশোধন করা হয় এবং উক্ত বিধিমালার আওতায় ২০০৯ হতে ২০২৩ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ১৪টি নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে;
- বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শূন্য পদের চাহিদা সংগ্রহ করে সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ও জাতীয় মেধা তালিকার ভিত্তিতে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, কারিগরি ও ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) প্রথম প্রবেশ পর্যায়ের (Entry level) শূন্য পদে প্রার্থী নির্বাচনপূর্বক নিয়োগ সুপারিশ প্রদান করে;
- সম্পূর্ণ অটোমেশন পদ্ধতিতে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৮৫,৪৫৬ (পঁচাশি হাজার চারশত ছাপ্পান্ন) জন নিবন্ধনধারীকে বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদে সম্পূর্ণ মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে;
- এছাড়া এনটিআরসিএ কর্তৃক বিগত ২২ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রিঃ তারিখে প্রকাশিত ৪র্থ গণবিজ্ঞপ্তির আওতায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের জন্য ৩২৪৩৮ (বত্রিশ হাজার চারশত আটত্রিশ) জন প্রার্থীকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হয়েছে। এ

সকল নির্বাচিত প্রার্থীর পুলিশ ভেরিফিকেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে;

- বর্তমানে এনটিআরসিএ পরিচালিত বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের টেলিটকের সহায়তায় প্রণীত সফটওয়ারের মাধ্যমে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার ভিত্তিতে মেধা তালিকা তৈরি করা হয়;
- পিএসসির মাধ্যমে বি.সি.এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নন-ক্যাডার পদে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক হিসেবে ৬৪১২ জন নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে;
- সরকারি কলেজগুলোতে ২০০৯ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত বি.সি.এস. (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারে উত্তীর্ণ ৭৩৪৫ জন শিক্ষককে প্রভাষক পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে;
- নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ১৪০৫ জন শিক্ষক, ৩৬৯৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে; এবং
- "সেকেন্ডারী এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ)" এর ৮১৪ জন ট্রেড ইন্সট্রাক্টর ও ৪৬১ জন ল্যাব অ্যাসিস্টেন্ট নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ের মোট ১০০০ জন (প্রতি প্রতিষ্ঠান একজন) শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

শিক্ষক বৃদ্ধি সংখ্যা ও হার নিম্নরূপ:

প্রতিষ্ঠানের ধরন	২০০৯ সাল	২০২৩ সাল	বৃদ্ধির পরিমাণ	বৃদ্ধির হার
মাধ্যমিক	২১৩৪৮২	২৭৮৬০৮	৬৫১২৬	৩০.৫১
কলেজ	৮৬২৯১	১৪৩০০৭	৫৬৭১৬	৬৫.৭৩

- পিএসসির মাধ্যমে বি.সি.এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নন-ক্যাডার পদে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক হিসেবে ৬৪১২ জন নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে;
- সরকারি কলেজগুলোতে ২০০৯ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত বি.সি.এস. (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারে উত্তীর্ণ ৭৩৪৫ জন শিক্ষককে প্রভাষক পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে; এবং
- নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ১৪০৫ জন শিক্ষক, ৩৬৯৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে।

শিক্ষক বদলীতে স্বচ্ছতা:

- সরকারি কলেজে শিক্ষকদের বদলি/পদায়নের পদ্ধতি যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ২০১৭ সালে সরকারি কলেজে শিক্ষক বদলি/পদায়ন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতিমালার আলোকে অনলাইনে আবেদনকারীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত

কমিটির মাধ্যমে যাচাই-বাছাইপূর্বক পদশূণ্য থাকা সাপেক্ষে বদলি/পদায়ন করা হয়;

- সরাকরি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষক বদলি/পদায়েনর পদ্ধতি যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে শিক্ষক বদলি/পদায়ন নীতিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে; এবং
- পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে একই রকম মানদন্ড বজায় রাখার লক্ষ্যে ন্যূনতম নির্দেশিকা/নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য:

বর্তমান সরকার শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে দেশের প্রতিটি জেলায় অন্তত ০১টি করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৯ হতে ২০২৩ পর্যন্ত ২১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও ৬২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দেশে বর্তমানে ৫৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় (০৫টি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়সহ) ও ১১৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে;
- দেশের উচ্চ শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণ এবং বিশ্বমানে উন্নীতকরণের জন্য ২০১৭ সালে বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করা হয়;
- Bangladesh Accreditation Council (BAC)-এর কার্যক্রমকে কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য Bangladesh National Qualifications Framework (BNQF) প্রণয়ন করা হয়েছে;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে "Strategic Plan for Higher Education in Bangladesh: 2018-2030" প্রণয়ন করা হয়েছে;
- বিশেষ পরিস্থিতিতে (যেমন COVID-19) বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য Online Teaching and Assessment নীতিমালা প্রনীত হয়েছে;
- মাদ্রাসাভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে ঢাকায় ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও কওমী মাদ্রাসার দাওরায়ে হাদিসের সনদকে মাস্টার্স ডিগ্রি সমমান বিল ২০১৮ পাশ হয়েছে;
- পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতি যুগোপযোগীকরণে লক্ষ্যে ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ধারণের নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে;
- করোনাকালীন সময়ে বিডিরেন কর্তৃক প্রদত্ত "জুম-অ্যাপলিকেশনের" মাধ্যমে প্রায় ১৮ লাখ ক্লাস পরিচালনা করা হয়েছে। এতে মোট প্রায় ৮০ লাখ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছে;
- কোভিড-১৯ চলাকালীন সময়ে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম

নিরবিচ্ছিন্নভাবে চালু রাখার জন্য আর্থিকভাবে অসচ্ছল ৪১,১৫০জন শিক্ষার্থীকে Smart Phone ক্রয়ের জন্য প্রত্যেককে ৮০০০/- (আট হাজার) টাকা হারে প্রায় ৩৫ কোটি টাকা সফট লোন প্রদান করা হয়েছে;

- সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক মাস্টার প্ল্যান ও ফিজিক্যাল মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে;
- গবেষণা কর্মকান্ডে উৎসাহিত করার জন্য প্রতিবছর UGC Gold Medal, UGC Banghabandhu Sheikh Mujib Fellowship, UGC Professorship দেয়া হচ্ছে। অন্যদিকে শিক্ষার্থীদেরকেও উচ্চ-শিক্ষায় উৎসাহিত করার জন্য Prime Minister Gold Medal দেয়া হচ্ছে;
- বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত সনদের যথার্থতা নিরুপণে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ইউনিক আইডি প্রবর্তন করা হয়েছে;
- বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীদের বিশ্ব জ্ঞান-ভান্ডারে প্রবেশের সুযোগ করে দিতে ইউজিসি ডিজিটাল লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে;
- বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের উপর গবেষণার জন্য ইউজিসি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফেলোশিপ প্রবর্তন করা হয়েছে;
- দেশে উচ্চশিক্ষায় যুগোপযোগী শিখন-শিক্ষণ পদ্ধতির নীতিমালা প্রণয়ন এবং ভবিষ্যতে কোভিড-১৯ এর মত পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখার লক্ষ্যে অনলাইন ও অফলাইন এডুকেশন পদ্ধতিকে একত্রিত করে "National Blended Education Master Plan" প্রণয়ন করা হয়েছে;
- ২০২৩ সালে World University Rankings for Innovation (WURI) Origin: European Countries কর্তৃক জরিপে বাংলাদেশের নিম্নলিখিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বিশ্বের ১০০০ বিশ্ববিদ্যালয় মধ্যে বিশ্ব র‍্যাংকিং এ স্থান লাভ করে:
    - ➤ **পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়:** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় , বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় , জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
    - ➤ **বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়:** ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি।
- কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীরা যেন স্বল্পব্যয়ে অনলাইন এডুকেশন রিসোর্স

ব্যবহার করতে পারেন সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সাথে টেলিটক, গ্রামীণফোন, বাংলালিংক ও রবি মোবাইল অপারেটর কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় যার সুফল বর্তমানে শিক্ষার্থীরা ভোগ করেছে;

- বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাস ও স্টাডি সেন্টার বাংলাদেশে স্থাপনের লক্ষ্যে Monash University (Australia) Study Centre, Bangladesh, Universal College Bangladesh (Educo Bangladesh Ltd এবং ইউসিএসআই (UCSI) ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়া এর মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সাথে চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের উদ্ভাবনী কার্যক্রমে অধিক উৎসাহিত করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায়ে ফেব্রিকেশন ল্যাব (ফ্যাব ল্যাব) প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে; এবং
- দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষকদের উদ্ভাবনের মেধাস্বত্ব সুরক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রযুক্তির বাজার সম্ভাবনা যাচাইপূর্বক প্যাটেন্টিং এর ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে টেকনোলজি ট্রান্সফার অফিস (টিটিও) স্থাপন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে কিছু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এটি স্থাপন করা হয়েছে।

শিক্ষাখাতে উচ্চতর গবেষণা সহায়তা কর্মসূচি:

উচ্চতর গবেষণাখাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষাখাতে উচ্চতর গবেষণা সহায়তা কর্মসূচির আওতায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতিবছর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ২০০৯- ২০১০ থেকে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছর পর্যন্ত ৯১৪টি গবেষণা প্রকল্পের মধ্যে ৭৪২টি গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে যার অনুকূলে ১৪৬ কোটি ৩৮.৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়।

এ কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- উচ্চতর গবেষণা পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে উন্নত প্রযুক্তির আহরণ, উদ্ভাবন এবং প্রয়োগের বিস্তৃতি সাধন করা এবং তা ফলপ্রসূভাবে কাজে লাগানো;
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, অনুশীলন ও প্রায়োগিক দক্ষতাসম্পন্ন বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ এবং সমাজবিজ্ঞানী গড়ে তোলা;
- দেশজ সম্পদ ও মেধার অধিকতর কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস এবং প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা;
- পরিবেশ অনুকূল উৎপাদন সংস্কৃতি গড়ার বৈশ্বিক আন্দোলনে (যেমন- বৈশ্বিক উষ্ণায়ন মোকাবেলা) বাংলাদেশের সক্রিয় সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা; এবং
- মৌলিক ও ফলিত গবেষণাকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

কর্মসূচির আওতায় গবষেণার ১১টি অধিক্ষেত্র:

১) গাণিতিক বিজ্ঞান (Mathematical Science);

২) জীবন সম্পর্কিত বিজ্ঞান (Life Science);
৩) ভৌত বিজ্ঞান (Physical Science);
৪) সামাজিক বিজ্ঞান (Social Science);
৫) আইসিটি (ICT);
৬) মেরিন সাইন্স (Marine Science);
৭) Sustainable Development Goals (SDGs) এবং ৮ম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক গবেষণা;
৮) ব্যবসায় শিক্ষা (Business Studies) ;
৯) বাংলাদেশ উন্নয়ন অধ্যয়ন (Bangladesh Development Studies);
১০) Engineering and Technology; এবং
১১) Development and public Policy.

বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার :

বিজ্ঞান শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করে বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের ক্রমহ্রাসমান হার নিরোধের লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় গৃহীত কতিপয় উদ্যেগ নিম্নরূপ:

- ৬৩৬০৯ জন বিজ্ঞান শিক্ষককে স্থানীয় এবং ৫১০ জন শিক্ষককে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষায় প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯,৯০৭ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান সরঞ্জাম ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ এবং বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভিডিও ক্লিপ তৈরি করা হয়েছে;
- ২০,০০০টি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান সরঞ্জামাদি সরবরাহ এবং ৬৩৬০৯ জন বিজ্ঞান শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- সরকারি বিদ্যালয় বিহীন ৩১৫ উপজেলা সদরে অবস্থিত বেসরকারি ৩১২ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে; এবং
- সেকায়েপ প্রজেক্টের আওতায় ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে ০৯ হাজার ৪৪৭ জন শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

অনগ্রসর ও সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ :

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ অনগ্রসর ও সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে:

- সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি এন্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়প)"-এর আওতায় সারা দেশে গণিত, ইংরেজি ও বিজ্ঞান বিষয়ে প্রায় ৩৭ লক্ষ ২০ হাজার ৯৪টি অতিরিক্ত ক্লাস গ্রহণ করা হয়েছে এবং পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে ১১ হাজার ৯৮২টি মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠানে ৮৩ লক্ষ ১৪ হাজার ২৮৭টি বই সরবরাহ করা হয়েছে;
- ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের পুরস্কার হিসেবে ৩৫ লক্ষ ৬৬ হাজার ৪১২টি বই সরবরাহ করা হয়েছে। এ ছাড়া, মূল্যায়ন পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ৩৪ লক্ষ ৩৭ হাজার ৭৬১টি অ্যাওয়ার্ড বই প্রদান করা হয়েছে; এবং
- সেসিপ প্রকল্পের আওতায় সুবিধাবঞ্চিত এলাকার ১০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন প্রকল্প কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ৮৩টি বিদ্যালয়কে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। ১০০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি ও শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধকল্পে ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ের মোট ১০০০জন (প্রতি প্রতিষ্ঠানে একজন) শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

- ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর-১৪ নভেম্বর প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর ৩৯তম সাধারণ সম্মেলনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার'-এ অন্তর্ভুক্ত হয়। এ স্বীকৃতি অর্জনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০০৯ সাল থেকে ইউনেস্কোতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে;
- প্যারিসে ইউনেস্কোর সদরদপ্তরে জাতিসংঘ সংস্থাটির ৩৮তম সাধারণ সম্মেলনে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্‌স্টিটিউটকে ইউনেস্কোর ক্যাটাগরি-২ ইন্‌স্টিটিউটের স্বীকৃতি প্রদান করে। এর ফলে এই ইন্‌স্টিটিউট ইউনেস্কো পরিচালিত 'মাতৃভাষা-আশ্রয়ী শিক্ষা', 'টেকসই উন্নয়নের জন্য শিক্ষা' ইত্যাদি কার্যক্রমে সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে;
- ইউনেস্কোর ৩৭তম (২০১৩), ৩৮তম (২০১৫) ও ৩৯তম (২০১৭) দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সম্মেলনে বাংলাদেশ পর পর তিনবার UNESCO'র নির্বাহী বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হন;
- ইউনোস্কোর ৩৮ তম (২০১৫) ও ৩৯ তম (২০১৭) সাধারণ দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে পরপর দু'বার বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী ইউনেস্কো'র ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন;
- ২০১৭ সালের ৫-৭ ফেব্রুয়ারি E-9 Ministerial Meeting of Education ২০৩০ সম্মেলন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। পৃথিবীর প্রায় ৫৩% মানুষের প্রতিনিধিত্বকারী

ইউনেস্কো'র এই ফোরামের সম্মেলনে বাংলাদেশ, ব্রাজিল, চীন, মিশর, ভারত, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া ও নাইজেরিয়া অংশগ্রহণ করে। এ সম্মেলনে তৎকালীন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী দুই বছরের জন্য চেয়ারপারসন নির্বাচিত হয়েছেন;

- শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য তৎকালীন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে ২০১২ ও ২০১৭ সালে গ্লোবাল এডুকেশন কংগ্রেস 'গ্লোবাল অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়াও তাঁকে কমনওয়েলথ অব লার্নিং এর বোর্ড অব গভর্নরস এর এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের প্রতিনিধি হিসেবে সদস্য নির্বাচিত করা হয়েছে;
- লক্ষ্যমাত্রার তিন বছর পূর্বে সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করায় বাংলাদেশ সারাবিশ্বে প্রশংসা অর্জন করেছে; এবং
- ২০২২ সালের ২৪ নভেম্বর ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় গুসি পিস প্রাইজ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ‘পাবলিক সার্ভিস ও ডিপ্লোমেসি’র ক্ষেত্রে অনুকরণীয় সাফল্যের জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এমপিকে “গুসি শান্তি পুরস্কার” প্রদান করা হয়।

অটিজম ও এনডিডি বিষয়ক কার্যক্রম:

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি-৪) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে সমাজের পিছিয়ে পড়া বিশেষ করে অটিজম ও এনডিডি সমস্যাগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের সমাজের মূল স্রোতধারায় অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে উপযুক্ত ও কার্যকর সেবা (সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা) ও সহায়তা প্রদানের জন্য সরকার ঢাকার পূর্বাচলে ৩.৩৩ একর জায়গার উপর 'ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম এন্ড নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজএ্যাবিলিটিজ (NAAND)' নামে একটি আন্তর্জাতিক মানের একাডেমি প্রতিষ্ঠা করছে।

- প্রতি বছর বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে সারাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অটিজম সমস্যার শিশুদের প্রতি সংহতি প্রকাশের জন্য ০২-০৪ এপ্রিল পর্যন্ত ৩ দিনব্যাপী ব্লু লাইট প্রজ্জ্বলন করা হয়;
- অটিজম ও এনডিডি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজশাহী ও রংপুরে ২টি বিভাগীয় সেমিনারসহ মোট ৭ টি সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে;
- একীভূত শিক্ষা সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলা ও বাস্তবায়নের জন্য ১৮,৮১৭ জন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং অটিজম ও এনডিডি শিশুর অভিভাবককে ৫ (পাঁচ) দিনব্যাপী অটিজম ও এনডিডি এবং একীভূত শিক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- দেশের মোট ৪৯০ টি উপজেলায় দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন ওয়ার্কশপ আয়োজনের মাধ্যমে মোট ৪৯,০০০ জন সমাজের বিভিন্ন স্তরের পেশাজীবী (মাধমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, মাদ্রাসার সুপার ও অধ্যক্ষ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্য, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ইত্যাদি) এবং

অটিজম ও এনডিডি শিশুদের অভিভাবকদের অটিজম ও শিক্ষার অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে;

- অটিজম ও এনডিডি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য ডকুমেন্টারি তৈরী করা হয়েছে; এবং
- শিক্ষা মন্ত্রণালয় অটিজম ও এনডিডি (অটিস্টিক, ডাউন সিনড্রম ও সেরিব্রাল পলসি) শিক্ষার্থীদের জন্য পাবলিক পরীক্ষায় ১০% বা ৩০ মিনিট অতিরিক্ত সময় বরাদ্দ ও প্রয়োজনে পরীক্ষার হলে অভিভাবক/ শিক্ষক উপস্থিত রাখার বিধান রেখে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

দিবস উদ্‌যাপন, সেমিনার আয়োজন ও পদক প্রদান:

আন্তর্জার্তিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন ও পদক প্রদান: বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মাতৃভাষা সংরক্ষণ ও বিকাশে অনন্য সাধারণ অবদান, মাতৃভাষার চর্চা, গবেষণা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক নীতিমালা ২০১৯' অনুযায়ী প্রতি এক বছর পর পর জাতীয় ক্ষেত্রে ২টি এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ২টি পদক প্রদান করা হচ্ছে।

বিশ্ব শিক্ষক দিবস: প্রতি বছর ০৫ অক্টোবর বিশ্ব শিক্ষক দিবস "খ-শ্রেণি"র দিবস হিসেবে উদ্‌যাপনের প্রস্তাব ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ সালের মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ: দেশের প্রতিটি মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী, শ্রেষ্ঠ শ্রেণি শিক্ষক, শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতির উদ্দেশ্যে ২০১৫ সাল থেকে প্রতি বছর 'জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ' আয়োজন করা হয়। শিক্ষার্থীসহ শিক্ষা কার্যক্রমে সম্পৃক্তদের সহপাঠ্যক্রম এবং সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে উদ্বুদ্ধ করাই জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ পালনের মূল উদ্দেশ্য।

বঙ্গবন্ধু সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা: দেশের তৃণমূল পর্যায় থেকে মেধাবী শিক্ষার্থীদের খুঁজে বের করার জন্য "সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ নীতিমালা ২০১২" প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১৩ সাল থেকে সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ নীতিমালা বাস্তবায়ন শুরু করা হয়। ২০২২ সাল হতে এটিকে 'বঙ্গবন্ধু সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ' নামকরণ করা হয়।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, মহান বিজয় দিবস, বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস, জাতীয় শোক দিবসসহ অন্যান্য জাতীয় দিবস পালন করা হয়।

আইন, বিধি, প্রবিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন:

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক ২০০৯ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত মেয়াদে প্রণীত আইন, বিধি, প্রবিধি, নীতিমালাসমূহের সংখ্যা নিম্নরূপ:

বিষয়	সংখ্যা
আইন	৩৪টি
বিধি, প্রবিধি, বিধিমালা	০৬টি
নীতি/নীতিমালা	২৪টি

উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০০৯ হতে ২০২৩ পর্যন্ত অর্জিত সাফল্য

২০০৯-২০২৩ পর্যন্ত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতায় মোট ১৭২টি নতুন প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে এবং এ সময় ১৪৮টি প্রকল্প সম্পাত্ত হয়েছে। বর্তমানে ৫৮টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। ২০০৯-২০২৩ পর্যন্ত উন্নয়ন প্রকল্পের অনুকূলে মোট আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ৬৮৬৭৯.৩২ কোটি টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৬০০২১.১৪ কোটি টাকা। আর্থিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৮৭ %। ২০০৯ হতে ২০২৩ পর্যন্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়/মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরুপ:

অর্থবছর	আরএডিপি বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার
২০০৮-২০০৯	১০০০.৫৪	৯৫%
২০০৯-২০১০	১৪৩০.৮০	৯৫%
২০১০-২০১১	১৭২৬.৯৪	৯৫%
২০১১-২০১২	১৯৭৫.৮৪	৯৬%
২০১২-২০১৩	২২৫৩.০৬	৯৯%
২০১৩-২০১৪	৩১৪৮.১৬	৯৭%
২০১৪-২০১৫	৪১৪৬.১০	৯৯%
২০১৫-২০১৬	৪২৫৭.২১	৯৯%
২০১৬-২০১৭	৫৩৭০.৬৯	৯৫%
২০১৭-২০১৮	৪৩৪৭.২২	৯৩%
২০১৮-২০১৯	৬১৬১.৮৪	৯৯%
২০১৯-২০২০	৭৬৯৭.৬৫	৮১%
২০২০-২০২১	৯৬৮৫.২১	৮৪%
২০২১-২০২২	৮২৫৯.৭৩	৭১%
২০২২-২০২৩	৭২১৮.৩৩	৮৮%

- ২০০৮-২০০৯ থেকে ২০১৫-২০১৬ পর্যন্ত সময়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এবং ২০১৬-২০১৭ থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের তথ্যাদি প্রদান করা হয়েছে।
- ২০২০-২০২১, ২০২১-২০২২ ও ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে করোনাকালীন সময়ে স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ায় এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় ক্যাটেগরী অনুযায়ী অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্পের অর্থছাড় হ্রাস করা হয়।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন

বর্তমান সরকার সুশিক্ষিত, দক্ষ ও উন্নত নৈতিকতা সম্পন্ন মানব সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করছে। শহর এবং গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবকাঠামোগত ব্যবধান হ্রাস করাও বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। অগ্রাধিকার পেয়েছে পিছিয়ে থাকা অনগ্রসর অঞ্চলও। এ লক্ষ্যসমূহ অর্জনে বিগত ১৫ বছরে দেশে নান্দনিক ও পরিবেশ বান্ধব শিক্ষা ভবন নির্মাণ, আধুনিক শ্রেণিকক্ষসহ অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে যা বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে।

২০০৯ হতে ২০২৩ পর্যন্ত ১৫ বছরে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতায় বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে অবকাঠামোগত উন্নয়নের বিবরণী নিম্নরূপ:

ক্র: নং	দপ্তর/সংস্থা	অবকাঠামোর ধরণ			
		একাডেমিক/ প্রশাসনিক/ মাল্টিপারপাস ভবন	ছাত্রাবাস/ ছাত্রীনিবাস	ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	অন্যান্য (লাইব্রেরী, ল্যাব, ক্যাফেটেরিয়া, মসজিদ, আবাসিক ভবন, ইত্যাদি)
০১।	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর	২৪১০	১৭	-	-
০২।	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর	৬৪২৫	৭৮	৩৯০৮	৬১
০৩।	বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন	২৭৮	১২০	৪৩	১৭০
০৫।	বাংলাদেশ স্কাউটস	১৯	-	২	৪
	মোট:	**৯১৩২**	**২১৫**	**৩৯৫৩**	**১৯৯**

নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এম কে মাধ্যমিক বিদ্যালয় সদর, ঝিনাইদহ

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন

বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছাত্রাবাস

অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন:

- "ঢাকা শহর সন্নিকটবর্তী এলাকায় ১০টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে;
- ঢাকা মহানগরীতে ১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৬টি মহাবিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে;
- সিলেট, বরিশাল ও খুলনা শহরে মাধ্যমিক পর্যায়ে ০৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে;
- দেশের বিভিন্ন জেলায় ০৯টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে;
- বেসরকারি ৩১৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে মডেল স্কুলে রূপান্তর করা হয়েছে;
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে;
- "সদর দপ্তর ও জেলা কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর শক্তিশালীকরণ" প্রকল্পের আওতায় শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ (২টি বেজমেন্টসহ ১৩তলা) ৩২টি ৫তলা জেলা কার্যালয় নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে;
- ব্যানবেইসের আওতায় ১২৫টি উপজেলায় 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ডিজিটাল শিক্ষা ভবন' নির্মাণ করা হয়েছে এবং আরও ১৬০টি উপজেলায় উক্ত ভবন নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- "ন্যাশনাল একাডেমী ফর অটিজম এন্ড নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিসএবিলিটি" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১টি একাডেমী কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে;
- স্কাউট শতাব্দি ভবন, আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সিলেট, মৌচাক স্কাউট

স্কুল, জেলা স্কাউটস ভবন (রাজবাড়ী, সুনামগঞ্জ, চাঁদপুর, জামালপুর, মাদারীপুর, সিরাজগঞ্জ) নির্মাণ করা হয়েছে;

- সিলেট আঞ্চলিক স্কাউট ভবন (১২ তলা বিশিষ্ট) নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে;
- মৌলভীজার জেলার তিনতলা বিশিষ্ট স্কাউট ভবনের উর্ধ্বমূখী তলায় সম্প্রসারণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে; এবং
- আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণকেন্দ্র, লালমাই, কুমিল্লায় ৮ তলা স্কাউট ভবন ও ০৬ তলা ফাউন্ডেশনে ২ তলা অফিসার্স কোয়ার্টারস নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

ঢাকা মহানগরীতে ৬টি মহাবিদ্যালয় ও ১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ঢাকা জেলার সবুজবাগ থানায় নির্মিত সবুজবাগ সরকারি কলেজ

শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজসমূহের উন্নয়ন জেলায় সরঃ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, সদর, পিরোজপুর

তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন সাইক্লোন শেল্টার, মুন্সিগঞ্জ কলেজ, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা

স্কাউট শতাব্দি ভবন

রাজস্ব বাজেটের আওতায় গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম:

রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২০০৯ হতে ২০২৩ পর্যন্ত শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ১৯,৯২৯টি অনাবাসিক ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ/মেরামত ও পুনর্বাসন কর্মসূচি বাস্তবায়নে মোট প্রায় ৮ হাজার ৯ শত ৯৫ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা ব্যয় ব্যয় করা হয়েছে। এসময়ে

রাজস্ব বাজেটের আওতায় মোট ৭৮৭১টি ৪তলা ভিতবিশিষ্ট একাডেমিক ভবন নির্মাণ/ভবনের ঊর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ এবং ১২০৫৮টি ভবনের মেরামত ও সংস্কার করা হয়েছে। রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২০০৯ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত যে সকল কর্মসূচি ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড গৃহীত হয়েছে তার বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রমসূচরি নাম	বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	কাজের সংখ্যা	ভৌত অগ্রগতি	
			সমাপ্ত	চলমান
অনাবাসিক ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ	৭৬৭৭২৬.২৮	৭৮৭১	২৮৫১	৫০২০
বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেরামত/সংস্কার	১৩১৮২২.০৫	১২০৫৮	৭৫৮৫	৪৪৭৩
মোট	**৮৯৯৫৪৮.৩৩**	**১৯৯২৯**	**১০৪৩৬**	**৯৪৯৩**

অন্যান্য অর্জন/কার্যক্রম:

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং ও র‍্যাগিং মত সামাজিক অপরাধসমূহ প্রতিরোধ, প্রতিকার এবং অবসানের লক্ষ্যে "শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত নীতিমালা-২০২৩" প্রণয়ন করা হয়েছে;
- যৌন হয়রানি প্রতিরোধে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন নিপীড়ন সেল গঠন করার জন্য কমিশন থেকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সে প্রেক্ষিতে ৪২টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৭২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন নিপীড়ন সেল গঠন করা হয়েছে এবং উক্ত সেলের কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন নিপীড়ন সেল গঠন করার বিষয়ে কমিশনের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে;
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মূল্যায়নে ৫১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ ২য় স্থান অর্জন করে;
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড ২০০৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত এমপিওভূক্ত অবসরপ্রাপ্ত ০১ লক্ষ ২১ হাজার ৬৫ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে ১২ হাজার ৯ শত ১৬ কোটি ২১ লক্ষ ১০ হাজার ৬ শত ৬২ টাকা অবসর ভাতা বাবদ প্রদান করা হয়েছে;
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট ২০০৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত এমপিওভূক্ত অবসরপ্রাপ্ত ১ লক্ষ ৫৬ হাজার ৭৭৬ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে ৪৪৬৭ কোটি ৩৫ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা কল্যাণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে;
- পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর অটোমেশন সফট্ওয়্যার পরিদর্শন ও নিরীক্ষা কার্যক্রম এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা কার্যক্রমের সহজিকরণসহ সকল কাজ এক ক্লিকে সম্পন্ন করণের

লক্ষ্যে Automation Software প্রস্তুত করা হয়েছে। অটোমেশন সফট্ওয়্যার কার্যক্রমের পাইলটিং সম্পন্ন করা হয়েছে; এবং

- সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ অগ্রযাত্রার সাথে তাল মিলিয়ে দেশের সকল মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড পাবলিক পরীক্ষার ফল অনলাইনে প্রকাশ করছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মূল্যায়নে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ ২য় স্থান অর্জনের পুরস্কার গ্রহণ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন যে, "সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষাখাতে পুঁজি বিনিয়োগের চেয়ে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর কিছু হতে পারে না"। তিনি আরো বলেন যে, "ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শিক্ষাদর্শন অনুযায়ী শিক্ষার জন্য শিক্ষা নয় বা আজ্ঞাবহ কেরানি তৈরির জন্যও শিক্ষা নয়। আমি চাই আধুনিক জ্ঞান ও কর্মশক্তিতে বলীয়ান শিক্ষাব্যবস্থা"। তাঁর নির্দেশনায় ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে স্বাধীন দেশের উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য- 'একটি সুশিক্ষিত, মেধাভিত্তিক ও বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণ সম্ভব হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি আশা করি সকলের সম্মিলিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষা অর্জিত হবে এবং প্রাচুর্য আর সমৃদ্ধিতে ভরে উঠবে মানুষের জীবন'। বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প ২০৪১, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ২০৩০ ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের আলোকে সুখী, সমৃদ্ধ, উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিজ্ঞান, তথ্য ও প্রযুক্তি নির্ভর মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তুলতে এবং মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়